ঈদ মোবারক

বিশেষ সংখ্যা

সম্প্রীতি দিবস ও ঈদ-উল-আযহা

প্রকাশনার ৮৫ বছর

সাপ্তাহিক

প্রতিবেশী

সংখ্যা : ১৯ ❖ ৮ – ১৪ জুন, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

কুরবানী

সম্প্রীতির দেশ বাংলাদেশ

ক্ষমা ও পুনর্মিলনই আনে শান্তি ও সম্প্রীতি

সম্প্রীতি ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ

শান্তি মহা শান্তি মাঝে তুমি আছ,
সুন্দর ঐ রম্য দেশে তুমি আছ।

প্রয়াত ভিনসেন্ট হিরণ গমেজ
জন্ম: ৯ নভেম্বর, ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১০ জুন, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ
হাসনাবাদ মিশন, রাহুৎহাটি গ্রাম
বাইস্তারবাড়ি, ঢাকা
বাংলাদেশ।।

প্রিয় বাবা,

"আজ তুমি অনেক দূরে তবুও রয়েছ মনের গহীনে
তোমার কথা ভাবতে ভাবতে অশ্রু আসে চোখের কোণে।
কতদিন হয় শুনতে পাই না তোমার দারাজ গলা।
কতদিন হয় দেখতে পাই না তোমার ছুটে চলা।
প্রতিদিন তোমায় খুঁজে বেড়াই ওই আকাশের তারায়,
যা দিন হলে ভাঙ্গে আবার রাত্রি হলে গড়ায়"।

সময়ের স্রোতে আরও নয়টি বছর পার হয়ে গেল। আমাদের জীবনে সবচেয়ে বেদনাময় দিনটি ছিল ১০ জুন শুক্রবার, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ। তোমার শূন্যতা প্রতিক্ষণে আমাদের কষ্ট দেয়। তোমার স্নেহ, ভালোবাসা, আদর্শ, শাসন প্রতিনিয়ত অনুভব করি। তুমি ছাড়া আমরা যে বড় অসহায়। আমরা বিশ্বাস করি, এ পৃথিবীতে তুমি যে ভালো কাজ করে গেছ, তার পুণ্যগুণে পিতা পরমেশ্বর তোমাকে স্বর্গে স্থান দিয়েছেন। স্বর্গ থেকে তুমি আমাদের জন্য প্রার্থনা করো ও আশীর্বাদ করো। তুমি আছ আমাদের প্রার্থনায়, ভালোবাসায়, আদর্শে হৃদয়ের মনিকোঠায়।

তোমার আত্মার শান্তি কামনায়
তোমার ছেলেমেয়েরা

বিজ্ঞ/১১৬/২৫

অনন্ত বিশ্রাম দাও প্রভু তারে

আমাদের মা দিপালী গমেজ আর আমাদের মাঝে নেই। তিনি চলে গেছেন পরম পিতার ডাকে এই জগৎ সংসার ছেড়ে পরপারে। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ কিডনী ও ডায়বেটিস রোগে ভুগছিলেন। গত ২ মে রাত ১২:৫৭ মিনিটে নিজ গৃহে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৭ বৎসর।

তিনি তেজগাঁও ধর্মপল্লীর বিভিন্ন ধর্মীয় কাজে যুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন সৎ, দয়ালু, ধর্মভীরু, নিষ্ঠাবান, বিনয়ী ও অমায়িক চরিত্রের এক অনুপম আর্দশ। তার এই আর্দশ আমাদেরকে আগামী দিনের পথ চলার অনুপ্রেরণ যোগাবে।

তার অসুস্থতার সময় বাড়িতে এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যে সকল আত্মীয়-পরিজন ও শুভাকাঙ্ক্ষী আমাদের পাশে ছিলেন তাদের সকলের প্রতি আমাদের পরিবারের পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। আমাদের জন্য আপনারা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবেন যেন আমরা এই বিয়োগ ব্যাথা কাটিয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারি। আমাদের বিশ্বাস তিনি প্রভুর দয়ার স্বর্গে অনন্ত বিশ্রাম লাভ করেছেন এবং আমাদেরকে আর্শীবাদ করেছেন।

শোকার্ত পরিবারবর্গ

স্বামী	:	যোসেফ গমেজ
বড় মেয়ে ও জামাই	:	জুঁই ও নরবার্ট গনসালভেস
নাতনী	:	জয়ী ও জিউরি গনসালভেস
ছোট মেয়ে ও জামাই	:	জেনা ও রিচি রিবেরু
ছেলে ও ছেলের বউ	:	জ্যাক যাকব গমেজ রিপা আন্না গ্রেগরী

দিপালী জসিন্তা গমেজ
জন্ম: ১২ মে, ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২ মে, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ
সাধন পাড়া, পূর্ব রাজাবাজার, তেজগাঁও, ঢাকা।

বিজ্ঞ/১১৮/২৫

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
সজল মেলকম বালা
বিশাল এভারিশ পেরেরা
জেভিয়ার রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বর্ষ : ৮৫, সংখ্যা : ১৯
০৮ জুন - ১৪ জুন, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ
২৫ জ্যৈষ্ঠ - ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

সম্পাদকীয়

সম্প্রীতির সৌরভ ছড়িয়ে পড়ুক ধর্মীয় উৎসব থেকে জীবন উৎসবে

জুন মাস যিশুর পবিত্র হৃদয়ের মাস। এ মাসে কাথলিক মণ্ডলী বিভিন্ন ভক্তিমূলক আচার-অনুষ্ঠান করে যিশুর পবিত্র হৃদয়ের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রকাশ করে। আসলে যিশুর হৃদয় দয়া ও ভালোবাসাতে পূর্ণ। সকল মানুষ ও সৃষ্টির জন্যই সে ভালোবাসা। এ ভালোবাসা যেমনি সর্বজনীন তেমনি এর প্রকাশও হয়ে থাকে বহুভাবে। সম্প্রীতি অর্থাৎ সম প্রীতি বা সমান ভালোবাসা নিয়ে সকলের সাথে থাকার বাসনা অতি উত্তম একটি মূল্যবোধ। সম্প্রীতির মূল্যবোধে দৃঢ় হয়ে সকল মানুষ শান্তিতে বসবাস করুক তা আমাদের প্রার্থনা। ধর্মপ্রাণ মানুষের দেশ, বাংলাদেশে সম্প্রতি ও সহাবস্থানের স্বাভাবিক ঐতিহ্য আজ কোন কোন ঘটনায় সম্প্রীতির বর্ণ হারিয়ে ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে। তবে ঈদুল আযহা সহ বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন উৎসব সম্প্রীতির রং রাঙিয়ে দেবার উপলক্ষ নিয়ে আসে।

৭ জুন বাংলাদেশে উদ্‌যাপিত হবে পবিত্র ঈদুল আযহা। বাংলাদেশসহ সমগ্র বিশ্বে ঈদুল আযহা কেবল মুসলমানদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি আত্মত্যাগ, সহানুভূতি ও মানবিক মূল্যবোধের প্রতীক হিসেবেও বিবেচিত। এই পবিত্র উৎসবের তাৎপর্য কেবল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি সমাজে সহমর্মিতা ও সাম্যের বাণী ছড়িয়ে দেয়। বর্তমান সময়ে, যখন সামাজিক বিভাজন ও বিদ্বেষের নানা চিত্র আমাদের চোখে পড়ে, তখন ঈদুল আযহার মতো উৎসবগুলো হতে পারে সম্প্রীতি ও সহাবস্থানের শক্তিশালী মাধ্যম।

বাংলাদেশের মতো একটি বহু সাংস্কৃতিক ও বহু ধর্মাবলম্বীর দেশে ধর্মীয় উৎসবগুলো কেবল একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় গোষ্ঠীর বিষয় নয় - এগুলো জাতিগত ও সামষ্টিক ঐক্যের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গও বটে। ঈদুল আযহা উপলক্ষে আমরা দেখতে পাই, মুসলমানরা কুরবাণীর মাংস আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশি এমনকি দরিদ্রদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নেন। এই অংশীদারিত্বের মনোভাব শুধু ধর্মীয় নয়, এটি সামাজিক দায়বদ্ধতারও বহিঃপ্রকাশ। যদি আমরা এই উৎসবের মূল দর্শন - সহানুভূতি, দানশীলতা ও পরার্থপরতা প্রভৃতি অন্যান্য ধর্মীয় ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে বাস্তবায়ন করতে পারি, তবে সমাজে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহনশীলতা ও ভালোবাসার বন্ধন দৃঢ় হবে।

ধর্মীয় উৎসব, সামাজিক অনুষ্ঠান কিংবা দৈনন্দিন জীবনের ছোট ছোট মানবিক আচরণও সম্প্রীতি গড়ে তোলার বড় সুযোগ হতে পারে। ঈদ, দুর্গাপূজা, বড়দিন, বুদ্ধপূর্ণিমা - যে উৎসবই হোক না কেন, তা যেন কেবল এক সম্প্রদায়ের নয়, বরং পুরো সমাজের আনন্দে পরিণত হয়। আমরা যদি সবার বার্তাকেই শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করি, তবে বিভেদ নয়, বরং সংহতিই হবে আমাদের পরিচয়।

সম্প্রীতি কেবল একটি শব্দ নয়, এটি মানবসভ্যতার বুনিয়াদি ভিত্তি। যখন আমরা একে অপরের বিশ্বাস, সংস্কৃতি ও অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হই, তখনই সমাজে শান্তি স্থাপন সম্ভব হয়। অথচ দুঃখজনকভাবে, আধুনিক পৃথিবীতে ধর্ম, জাতি কিংবা রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে হিংসা, হানাহানি ও বিদ্বেষের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এই বাস্তবতায় সম্প্রীতির সৌরভ ম্রিয়মান হচ্ছে। তাই সম্প্রীতির মূল্যবোধ অনুশীলন ও শেখানোর সময় এখনই। সম্প্রীতির সৌরভ সবচেয়ে বেশি শেখানো উচিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এবং পরিবারে। ছোটবেলা থেকেই যদি আমরা ভিন্ন মত বা বিশ্বাসের প্রতি সহনশীল হতে শিখি, তবে বড় হয়ে আমরা বিভেদ নয়, বরং ঐক্যের বার্তাবাহক হতে পারি। গণমাধ্যম, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং রাষ্ট্রীয় নীতি-সবখানেই এই মূল্যবোধ ছড়িয়ে দেওয়া জরুরি। সম্প্রীতি গড়তে ধর্মীয় নেতাদের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মের মর্মবাণী হচ্ছে ভালোবাসা, ক্ষমা ও সহানুভূতি - এই মূল বার্তাগুলো যদি আলাপ-আলোচনা ও উপদেশের মাধ্যমে মানুষকে নিয়মিত স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়, তবে উগ্রতা ও অসহিষ্ণুতার আগুনে ঘৃতাহুতি দেওয়ার পরিবর্তে সমাজে সম্প্রীতির ঠান্ডা বাতাস বইবে।

শুধু পশু কুরবাণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে ঈদুল আযহা হোক নিজস্ব অহংবোধ, হিংসা, বিদ্বেষ, বিভেদ কুরবাণীর একটি প্রেরণা। আসুন, সকল ধর্মীয় উৎসবকে সম্প্রীতির সেতুবন্ধনে পরিণত করি। †

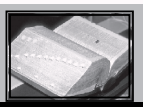

আর আমি পিতাকে অনুরোধ করব, এবং তিনি অপর একজন সহায়ক তোমাদের দেবেন, যেন চিরকাল ধরে তোমাদের সঙ্গে থাকেন। (যোহন ১৪:১৬)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

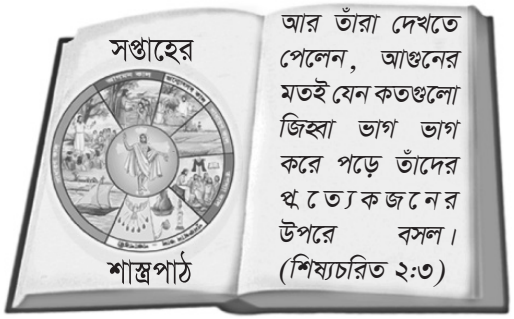

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ০৮ জুন - ১৪ জুন, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

০৮ জুন, রবিবার
পঞ্চাশত্তমী রবিবার, মহাপর্ব
শিষ্য ২: ১-১১, সাম ১০৪: ১, ২৪, ২৯-৩১, ৩৪, রোমী ৮: ৮-১৭ (অথবা ১ করি ১২:৩-৭, ১২-১৩), যোহন ১৪: ১৫-১৬, ২৩খ-২৬ (অথবা যোহন ২০:১৯-২৩)

০৯ জুন, সোমবার
সাধারণকালের ১০ম সপ্তাহ
খ্রীষ্টমণ্ডলীর জননী মারীয়া, *স্মরণ দিবস*
আদি ৩: ৯-১৫, ২০ (বিকল্প: শিষ্য ১: ১২-১৪), সাম ৮৬: ১-২, ৩, ৫, ৬-৭, যোহন ১৯: ২৫-৩৪

১০ জুন, মঙ্গলবার
সাধারণকালের ১০ম সপ্তাহ
২ করি ১: ১৮-২২, সাম ১১৯: ১২৯-১৩৩, ১৩৫, মথি ৫: ১৩-১৬

১১ জুন, বুধবার
সাধারণকালের ১০ম সপ্তাহ
প্রেরিতদূত সাধু বার্ণাবাস, *স্মরণদিবস*
শিষ্য ১১: ২১-২৬; ১৩: ১-৩, সাম ৯৮: ১-৬, মথি ১০: ৭-১৩

১২ জুন, বৃহস্পতিবার
সাধারণকালের ১০ম সপ্তাহ
চিরকালীন মহাযাজক প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, পর্ব
আদি ২২: ৯-১৮, সাম ৩৯: ৭-১১, ১৭, মথি ২৬: ৩৬-৪২

১৩ জুন, শুক্রবার
সাধারণকালের ১০ম সপ্তাহ
পাদুয়ার সাধু আন্তনী, যাজক ও আচার্য, স্মরণদিবস
২ করি ৪: ১৭-১৫, সাম ১১৬: ১০-১১, ১৫-১৬, ১৭-১৮, মথি ৫: ২৭-৩২ ***(সম্প্রীতি দিবস)***

১৪ জুন, শনিবার
সাধারণকালের ১০ম সপ্তাহ
ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্মরণে খ্রীষ্টযাগ
২ করি ৫: ১৪-২১, সাম ১০৩: ১-২, ৩-৪, ৮-৯, ১১-১২, মথি ৫: ৩৩-৩৭

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

০৮ জুন, রবিবার
+ ১৯৭১ সি. ইম্মানুয়েল, এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)

০৯ জুন, সোমবার
+ বিশপ যোয়াকিম রোজারিও, সিএসসি এর মৃত্যুবার্ষিকী
+ ১৯৯৬ বিশপ যোয়াকিম রোজারিও, সিএসসি (চট্টগ্রাম)

১০ জুন, মঙ্গলবার
+ ১৯৯৬ সি. জুলিয়ানা বল্লিও, ওএসএল
+ ২০০৩ সি. জেমস ভলয়াথো, এসসি (ঢাকা)

১১ জুন, বুধবার
+ ২০২২ ফাঃ জন গোপাল বিশ্বাস (খুলনা)

১৩ জুন, শুক্রবার
+ ১৯৭৫ ফা. হেনরী বুদ্রো, সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৯১ মাদার এম পাস্কাল, এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)
+ ২০০০ সি. পিয়া স্যাকুয়েরা, এসসি (খুলনা)
+ ২০০৮ সি. মার্গারেট মেরী, এমসি (ঢাকা)

১৪ জুন, শনিবার
+ ১৯৮০ ফা. ইউজেনিও পেত্রিন, পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৯৪ ফা. টমাস বারোস, সিএসসি (ঢাকা)

ঈশ্বরের পরিত্রাণ: বিধান ও অনুগ্রহ

১৯৫৯ প্রাকৃতিক বিধান, যা সৃষ্টার এক মহান কর্ম, তা এমন একটি সুদৃঢ় ভিত্তি প্রস্তুত করে যার ওপর মানুষ গড়ে তুলতে পারে নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিধিনিয়মের কাঠামো। তাছাড়াও মানবসমাজে গড়ে তোলার জন্য এই বিধান দান করে অপরিহার্য নৈতিক ভিত্তি-প্রস্তর। পরিশেষে, প্রাকৃতিক বিধান, তার সঙ্গে সম্পৃক্ত রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ভিত্তি প্রদান করে; তা করা হয় প্রাকৃতিক বিধানের মূলনীতিগুলো থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশে চিন্তনের মাধ্যমে, অথবা মঙ্গলজনক ও আইনগত সংযোগের মাধ্যমে।

১৯৬০ প্রাকৃতিক বিধানের আজ্ঞাসমূহ সবাই পরিষ্কারভাবে ও তাৎক্ষণিকভাবে উপলব্ধি করতে পারে না। বর্তমান অবস্থায় পাপী মানুষের জন্য প্রয়োজন অনুগ্রহ ও ঐশপ্রত্যাদেশ, যেন "প্রত্যেকেই সহজভাবে, দৃঢ় নিশ্চয়তাসহ ও কোন রকম ভুল-ভ্রান্তির মিশ্রণ ছাড়াই" নৈতিক ও ধর্মীয় সত্যগুলো জেনে নিতে পারে।

॥খ॥ প্রাক্তন বিধান

১৯৬১ আমাদের স্রষ্টার ও পরিত্রাতা ঈশ্বর, ইস্রায়েল জাতিকে তাঁর নিজের জন্য আপন জাতি হওয়ার উদ্দেশে বেছে নিয়েছেন ও তাদের নিকট তাঁর বিধান প্রকাশ করেছেন, এবং এভাবে তাদেরকে খ্রীষ্টের আগমনের জন্য প্রস্তুত করেছেন। মোশীর বিধান এমন অনেক সত্য প্রকাশ করে যেগুলো মানুষের প্রকৃতিগত বিচারবুদ্ধির নিকট বোধগম্য। এগুলো পরিত্রাণের সন্ধিতে বর্ণিত ও তার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে।

১৯৬২ প্রাক্তন বিধান হল প্রকাশিত বিধানের প্রথম ধাপ। বিধানের নৈতিক আজ্ঞাসমূহ ঈশ্বরের দশ আজ্ঞার মধ্যে সংক্ষেপে ব্যক্ত হয়েছে। দশ-আজ্ঞার আদেশগুলো ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট মানুষের আহ্বানের ভিত্তি রচনা করে; সেখানে যা কিছু ঈশ্বর ও প্রতিবেশীর প্রতি প্রেমের বিরোধী তা করার নিষেধাজ্ঞা,ও যা-কিছু এই প্রেমের জন্য অপরিহার্য তা করার নির্দেশ রয়েছে। দশ আজ্ঞা সব মানুষের বিবেকে প্রদত্ত এমন এক আলো যার দ্বারা ঈশ্বরের আহ্বান ও পথ তার নিকট জ্ঞাত করানো হয়, ও তাকে মন্দতার হাত থেকে রক্ষা করা হয়:

মানুষ তাদের অন্তরে যা পাঠ করেনি ঈশ্বর তা বিধান-ফলকে লিপিবদ্ধ করেছেন।

১৯৬৩ খ্রীষ্টীয় ঐতিহ্য অনুসারে বিধান পবিত্র, আধ্যাত্মিক ও উত্তম, তবে তা অসম্পূর্ণ। শিক্ষাদাতার মত যা অবশ্যই করণীয় বিধান তা মানুষের সামনে তুলে ধরে, কিন্তু সে নিজে থেকে কোন শক্তি, পরম আত্মার অনুগ্রহ প্রদান করতে পারে না। বিধান পাপকে মুছে ফেলতে পারে না, ফলে বিধানের দাসত্ব মানুষ অনুভব করে। সাধু পলের মতে, বিধানের বিশেষ ভূমিকা হলো অভিযুক্ত করা এবং পাপ প্রকাশকরা যা মানুষের অন্তরে গঠন করে "কুপ্রবৃত্তির বিধান"। তবুও ঐশরাজ্যে পথে বিধান হচ্ছে প্রথম পদক্ষেপ। বিধান মনোনীত জাতির এবং প্রত্যেক খ্রীষ্টানের মনপরিবর্তন ও ত্রাণকর্তা ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস স্থাপনের জন্য মনোভাব সৃষ্টি করে। বিধান এমন এক শিক্ষা প্রদান করে যা ঈশ্বরের বাণীর ন্যায় চিরকাল স্থায়ী।

বিশেষ ঘোষণা

সকল মুসলিম ভাই-বোনসহ সকলকে পবিত্র ঈদ-উল-আযহা এর প্রীতি ও শুভেচ্ছা। ঈদ মোবারক। ঈদের ছুটির কারণে 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র (১৫ - ২১ জুন) সংখ্যা প্রকাশ পাবে না। পরবর্তী সংখ্যা যথারীতি প্রকাশিত হবে।

- সম্পাদক

পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে মুসলমান ভাইবোনদের প্রতি কাথলিক বিশপ সম্মিলনী'র খ্রীষ্টিয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশনের শুভেচ্ছা-বাণী

প্রিয় মুসলমান ভাই ও বোনেরা,

পবিত্র ঈদুল ফিতরের ২ মাস ১০ দিন পর এ বছর আপনারা পালন করছেন পবিত্র ঈদুল আযহা। এখানে প্রধান ধর্মীয় কর্মই হল আল্লাহতালার কাছে পশু কুরবান এবং এর দ্বারা তাঁকে তুষ্ট করা; কেননা তাঁর তুষ্টি এনে দেয় আপনাদের উপর শত রহমত। আপনাদের বিশ্বাস মতে পবিত্র কোরানে বর্ণিত আব্রাহাম (ইব্রাহিম) তার সন্তান, ইসমাইলকে কুরবান দেওয়ার ঘটনার উপর ভিত্তি করেই আপনাদের এই ঈদুল আযহার সময় পশু কুরবান দেওয়া হয়। তাই এই ঈদের নাম কুরবাণীর ঈদ নামেও আখ্যায়িত। অধিকন্তু কুরবাণীর এই মাংস আবার দরিদ্র ও মিসকিনদের মাঝে বিতরণ করারও বিধান রয়েছে।

খ্রিস্টধর্মেও পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মে আব্রাহামের বলিদান ঘটনাটির উল্লেখ রয়েছে। ঈশ্বরের পরীক্ষায় জয়ী হয়ে তিনি ঈশ্বরের কাছে তাঁর একমাত্র পুত্র ইসাহাককে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিলেন।

আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাবার সাথে সাথে আমরা উভয় ধর্মের মানুষই সহভাগিতা করতে পারি এই ঈদের মূল আধ্যাত্মিক বাণী। জগতের পশুবলিতে সৃষ্টিকর্তা তুষ্ট হন, এটি আপনাদের বিশ্বাস। তবে আরো গভীরে গেলে দেখা যাবে যেমন বর্তমান জগতে, সমাজে, দেশে, পরিবারে এমনকি ব্যক্তির মধ্যে রয়েছে অনেক অনৈতিক, অধর্মীয় অসামাজিক পাপাচার যাকে আমরা "পশু" হিসাবে চিহ্নিত করতে বা আখ্যায়িত করতে পারি। আর এমন পাশবিক আচরণেই আসে যুদ্ধ-বিগ্রহ, মারামারি, হিংসা-বিদ্বেষ। এমন ধরণের পাশবিক কার্যকলাপকে নিজের জীবনে শেষ করে দেওয়া, কুরবান দেওয়া বর্তমানে খুবই প্রয়োজন। আর এই সত্যও প্রয়োজন মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ-সনাতন সকল ধর্মের মানুষেরই।

কুরবানের মাংস দরিদ্রদের বিতরণ করা হয়। এতে আল্লাহতালা খুবই প্রীত হন। শুধু মাংস বিতরণেই নয়, যখন আমরা সবার সাথে, সকল ধর্মের মানুষের সাথে বিতরণ করি ভ্রাতৃত্ব, সংলাপ-সম্প্রীতি গড়ে তুলি শান্তি-সম্প্রীতির সমাজ, নিজেদের মধ্য থেকে দূর করে দেই পাশবিক সব আচরণ ও কার্যকলাপ তবেই ঈদুল আযহা দিনদিন প্রতিদিন, সবার ঘরে।

আমরা যে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই ভাইবোন এর উপর খুবই জোর দিয়েছেন প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিস। জোর দিয়েছেন আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির উপর; আহ্বান জানিয়েছেন যুদ্ধরত দেশগুলোকে যুদ্ধ বন্ধ করতে। পাশবিক আচরণকে বন্ধ করে শান্তি স্থাপন করতে। আর বর্তমান পুণ্যপিতা পোপ চতুর্দশ লিও প্রথমেই শান্তির আহ্বান জানিয়েছেন সবার প্রতি, দেশগুলোর প্রতি। সবাইকে দু'হাত বাড়িয়ে অভিবাদন করে বলেছেন, "তোমাদের শান্তি হোক।" যুদ্ধরত দেশগুলোর নাম উল্লেখ করে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন যুদ্ধ নামক "পশু" কুরবান দিয়ে শান্তি স্থাপন করতে। এর ফলে যুদ্ধরত দেশগুলো শুরু করেছে শান্তির করমর্দন করতে। এবারের পবিত্র ঈদুল আযহার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ই হোক পাশবিক শক্তি ও কর্মকাণ্ডের নিধন; শান্তির সুবাতাস হোক প্রবাহমান। আর তা শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্যই নয়, এই আহ্বান জাতি-ধর্ম-বর্ণ সবার প্রতি।

সুপ্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা, এবারের ঈদুল আযহা মহোৎসবে মহান সৃষ্টিকর্তা আপনাদের উপর বর্ষণ করুন তাঁর শত অনুগ্রহ, আশীর্বাদ, তৌফিক; আপনারা লাভ করুন মহান আল্লাহতালার রহমত। ঈদের নামাজে দোয়া ভিক্ষা করুন সকল দেশে, আমাদের বাংলাদেশে, আমাদের সবার অন্তরে 'পশুত্ব' বর্জন ও শান্তি স্থাপনের জন্য।

বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী'র খ্রীষ্টিয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশনের নামে আপনাদের সবাইকে জানাই পবিত্র ঈদুল আযহার আন্তরিক শুভেচ্ছা: ঈদ মোবারক!

(আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার, সিএসসি)
সভাপতি
খ্রীষ্টিয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক কমিশন
বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী।

(ফাদার প্যাট্রিক গমেজ)
নির্বাহী সচিব
খ্রীষ্টিয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক কমিশন
বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী।

সম্প্রীতি দিবস উপলক্ষে সিবিসিবি খ্রীষ্টিয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশনের বাণী

শ্রদ্ধেয় ও স্নেহের ভাইবোনেরা,

১৩ জুন ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ। পঞ্চাশত্তমী মহাপর্ব ও পবিত্র ত্রিত্বের মহাপর্বের মধ্যবর্তী শুক্রবার। পঞ্চাশত্তমীতে আছে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা কিন্তু প্রভু এক, প্রচার এক (Unity in Diversity) এবং পবিত্র ত্রিত্বে ত্রিত্বিক মিলন (Trinitarian Communion)। এর আলোকেই বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী এই দুই মহাপর্বের মধ্যবর্তী শুক্রবারকে সম্প্রীতি দিবস হিসাবে নির্ধারণ করেছে। দু'টো মহাপর্বেরই মূলভাব ঐক্য, মিলন, সংলাপ, সংহতি ; এক কথায় সম্প্রীতি। এবারের সম্প্রীতি দিবস হলো ১৩ জুন শুক্রবার।

২০২৫ খ্রিস্টাব্দ হল জুবিলী বছর। ১ জানুয়ারিতে বিশ্ব শান্তি দিবসে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের বাণীর মূলসুর ছিল: ***আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর, আমাদের শান্তি প্রদান কর*** (Forgive us our Trespasses, Grant us Peace)। প্রতি বছরের ধারাবাহিকতায় পোপ মহোদয়ের মূলসুরের আলোকে এবারের সম্প্রীতি দিবসের মূলসুর হল: **ক্ষমা ও পুনর্মিলনই আনে শান্তি ও সম্প্রীতি।**

সিবিসিবি খ্রীষ্টিয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশন বহু বছর ধরেই বিভিন্ন ধর্ম ও মণ্ডলীর মধ্যে শান্তি, সম্প্রীতি, মিলন, ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের সেবার কাজ করে আসছে। সম্প্রীতি দিবসে এই কমিশনের আয়োজনে এবার প্রস্তুত করা হয়েছে মূলভাব ভিত্তিক খ্রিস্টযাগের কাঠামো, যা প্রতিটি ধর্মপ্রদেশে পাঠানো হয়েছে যেন এই দিবসে সেই কাঠামো অনুসরণে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়। এই দিনে আন্তঃমাণ্ডলিক ও আন্তঃধর্মীয় বিভিন্ন সেমিনার, কর্মশালা, মতবিনিময় সভা, এমনসব কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। তবে ১৩ জুন করতে না পারলে বছরের যে কোন দিন সম্প্রীতি দিবসের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

বর্তমান জগত ও সমাজের বাস্তবতায় শান্তি ও সম্প্রীতি ভীষণ প্রয়োজন। যিশু বলেছেন, "শান্তি স্থাপন করে যারা, ধন্য তারা। আমার শান্তি তোমাদের দান করছি।" বিগত পোপগণ এবং বর্তমান পোপ চতুর্দশ লিও বিশ্ববাসীর কাছে যুদ্ধরত দেশগুলোর কাছে যুদ্ধ বন্ধ করে শান্তির আহ্বান জানিয়েছেন।

এবারের সম্প্রীতি দিবস জুবিলী বছরে; তাই আসুন এই সম্প্রীতি দিবসে আমরা ক্ষমা ও পুনর্মিলন বাস্তবায়ন করি এবং সবাই শান্তি ও সম্প্রীতির মানুষ হয়ে উঠি। প্রকৃতপক্ষে ক্ষমা ও পুনর্মিলনই তো আনে শান্তি ও সম্প্রীতি!

সকল ধর্মপ্রদেশের সকল ধর্মপল্লী, প্রতিষ্ঠান, গঠনগৃহে সম্প্রীতি দিবস পালন করার আহ্বান জানাই। শুভ হোক সম্প্রীতি দিবস!

সম্প্রীতি দিবসের প্রার্থনাপূর্ণ শুভেচ্ছা সবাইকে।

(আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার, সিএসসি)
সভাপতি
খ্রীষ্টিয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক কমিশন
বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী।

(ফাদার প্যাট্রিক গমেজ)
নির্বাহী সচিব
খ্রীষ্টিয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক কমিশন
বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী।

সম্প্রীতি দিবস উপলক্ষে বিশেষ খ্রিস্টযাগ/প্রার্থনা সভা
মূলসুর : ক্ষমা ও পুনর্মিলনের ফল শান্তি ও সম্প্রীতি

ফাদার প্যাট্রিক গমেজ

পরিবেশ গঠন: সম্প্রীতি দিবসের পোস্টার হিসাবে থাকতে পারে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ। সেখানে সব পর্যায়ের লোক থাকবে: বয়স্ক, যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরী, হুজুর-পুরোহিত, বিশপ-ফাদার-সিস্টার। জলছাপ থাকবে: বড় একটি পায়রা মুখে সবুজ পাতা। প্রবেশ শোভাযাত্রাকালে পোস্টারটি উঁচু করে একজন ধরে রাখবে। বেদীর সামনে আসলে পোস্টারটি বেদীর সামনে বা দৃশ্যনীয় কোন উপযুক্ত স্থানে স্থাপন করা যায়।

(মূলসুর ভিত্তিক অন্য অর্থপূর্ণ পোস্টারও তৈরী করা যেতে পারে।)

প্রবেশ অনুষ্ঠান ও ভূমিকা

১। শোভাযাত্রা: সেবকদল, নৃত্যকন্যাদের নিয়ে পৌরহিত্যকারী যাজক পুণ্য বেদীর দিকে অগ্রসর হবেন। নৃত্যকন্যাদের পরিধানের কাপড় হবে সাধারণ, কোমল ও নমনীয়। তাদের নৃত্যের অঙ্গ-ভঙ্গী ও মুদ্রাগুলো শান্তি-সম্প্রীতি প্রকাশ করবে। এরা থাকবে সবার আগে। যাজকদের স্বাগতম জানিয়ে বেদীমঞ্চে নিয়ে যাওয়াই নৃত্যকন্যাদের আসল উদ্দেশ্য।

তাদের পিছনে, সর্বাগ্রে থাকবে ধূপ বহনকারী। ধূপের ধুয়ো উড়তে থাকবে। এদের পিছনে থাকবে জলন্ত বাতি হাতে দুই সেবক মাঝখানে বড় ক্রুশ হাতে সেবক।

তাদের পিছনে অন্যান্য সেবক। সবার পিছনে পৌরহিত্যকারী যাজক (ফাদার বা বিশপ) ও তাঁর দু'পাশে বেদীমঞ্চে সহার্পণকারী দু'জন যাজক। পবিত্র বাইবেল বা মঙ্গলবাণী হাতে উঁচু করে রাখা একজন ডিকন বা যাজক থাকবেন পৌরহিত্যকারী যাজকের সামনে।

২। শোভাযাত্রাকালে গান:

(১) নন্দিত মনে প্রভুর ভবনে (গীতাবলী ২২)

(২) এসো এসো আমরা প্রভুর করি আনন্দ গান (গীতাবলী ৩৯৭)

(৩) আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে (গীতাবলী ১৪১০)

পৌরহিত্যকারী ও সহার্পণকারী যাজকগণ বেদীর নিকট পৌঁছলে পবিত্র ক্রুশের প্রতি নত মস্তকে ভক্তি প্রদর্শন করার পর বেদী চুম্বন করেন। পৌরহিত্যকারী বেদীর চারিদিকে ধূপায়ন করেন। অতঃপর সবাই বসবে।

৩। ভূমিকা: সম্প্রীতি দিবসের তাৎপর্য: সম্প্রীতি দিবসের পটভূমি বা ভিত্তি হল পবিত্র ত্রিত্ব। কাথলিক মণ্ডলীর কেন্দ্রিয় ঐশরহস্য হল পবিত্র ত্রিত্বের রহস্য। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা। এই পবিত্র ত্রিত্বের প্রত্যেকজন একক সত্বায় এক ও একক এবং ঈশ্বর। পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর ও পবিত্র আত্মা ঈশ্বর। আবার এই তিন সত্বা মিলে এক ঈশ্বরের প্রকাশ। তিনজনের স্বরূপ ভিন্ন: পিতা সৃষ্টিকর্তা, পুত্র ত্রাণকর্তা ও পবিত্র আত্মা নিত্য সহায়ক জীবনত্রাতা। এই ত্রিত্বের মধ্যে আমরা দেখি এককত্ব, আবার মিলনত্ব। তিনের মধ্যে মিলন দ্বারা তাঁরা এক। আমরা কাথলিক খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ পবিত্র ক্রুশের চিহ্ন করেই এই ত্রিত্বের মিলন প্রকাশ করি। আমরা ত্রিত্বের মিলন স্থাপনের জন্য প্রয়াসী হই।

ত্রিত্বের চেতনায় সম্প্রীতি: যেখানে শুধু একক বা শুধুই "আমি" আর "আমি" (egoism), আমি এটা করলাম, ওটা করলাম; আমি সবার আগে সম্পন্ন করলাম, আমি না থাকলে হতই না, --- ইত্যাদি শুধুই প্রকাশ করে: অন্যকে তুচ্ছ, আর শুরু হয় যুদ্ধ; ক্ষমতার যুদ্ধ, পদমর্যাদার যুদ্ধ। এমন পরিবেশে তো শুধু আমিত্বেরই প্রকাশ পায়। এখানে মিলন বা এক সাথে পথ চলার কোন চিহ্নই থাকে না। বর্তমানকালে এমনটি যে নেই তা হলপ করে বলা যাবে না। তবে সম্প্রীতি দিবসের যে চিন্তা তা 'আমি'র ক্ষুদ্র বৃত্ত থেকে বেরিয়ে সর্বজনীন বা সিনোডাল বৃত্তকে নিয়ে। আদর্শ পবিত্র ত্রিত্ব।

সম্প্রীতি দিবস কোন দিন? পঞ্চাশত্তমী মহাপর্বের পরবর্তী এবং পবিত্র ত্রিত্বের মহাপর্বের পূর্ববর্তী শুক্রবার। (গত বছর ছিল ১০ জুন, এ বছর ১৩ জুন); মনে রাখি দিন ও বার ঠিক থাকে, তবে তারিখ বদল হয়। পঞ্চাশত্তমী তথা পবিত্র আত্মার অবতরণ প্রকাশ করে পবিত্র আত্মার বিভিন্ন দান (বিভিন্ন ভাষা); তবে একই বাণী প্রচার, একই বাণী গ্রহণ। পবিত্র ত্রিত্ব প্রকাশ করে এককত্ব ও মিলনত্ব। তিনে মিলে এক। এই দুইয়ের মাঝখানে যে শুক্রবার, সাপ্তাহিক ছুটি, সেই দিন সম্প্রীতি দিবস : পঞ্চাশত্তমীর বহুত্বের মধ্যে ঐক্য এবং পবিত্র ত্রিত্বের মধ্যে তিন এককের মিলন। এক কথায় উভয় মহাপর্বেই রয়েছে মিলন, একতা, প্রীতি, সম্প্রীতি। এবারের সম্প্রীতি দিবস হল ১৩ জুন ২০২৫, শুক্রবার।

সম্প্রীতি দিবস ২০২৫-মূলসুর: প্রতি বছরের ন্যায় এবারও পুণ্যপিতার কোন বাণী বা পালকীয় পত্রের আলোকে সম্প্রীতি দিবসের মূলসুর বেছে নেওয়া হয়েছে। এই বছর পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের ১ জানুয়ারি আন্তর্জাতিক শান্তি দিবসের বাণীর মূলসুর ছিল: আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর, আমাদের শান্তি দান কর (Forgive us our Trespasses, Grant us Peace)। এপিসকপাল খ্রিস্টীয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশনের পক্ষ থেকে এই বাণীর আলোকেই এবারের সম্প্রীতি দিবসের মূলসুর নেওয়া হয়েছে: ক্ষমা ও পুনর্মিলনের ফল শান্তি ও সম্প্রীতি (Forgiving Reconciliation Results Peace and Harmony)

(সকলে দাঁড়ালে পর পৌরহিত্যকারী যাজক পবিত্র খ্রিস্টযাগ শুরু করবেন।)

(ক) প্রারম্ভিক রীতি (Entrance Rite)

ক্রুশের চিহ্ন ও প্রীতি সম্ভাষণ

ক্ষমানুষ্ঠান : যথারীতি

('হে প্রভু দয়া কর' বা 'হে প্রভু আমাদের দয়া কর' যদি গান করা হয় তবে সেই সময় জনগণের উপর পবিত্র জল সিঞ্চন করা যেতে পারে এবং জল সিঞ্চন শেষ অবধি গানটি চলমান থাকতে পারে।)

মহিমাস্তোত্র: জয় পরমেশ্বরের উর্ধ্বলোকে জয় (গীতাবলী ২৪)

উদ্বোধন প্রার্থনা

হে পরমেশ্বর, তোমার পুত্র প্রভু যিশুখ্রিস্টের জন্ম-জয়ন্তীর বর্ষে আমরা তোমাকে অনুনয় করি: আমাদের সকল অপরাধ তুমি ক্ষমা কর এবং তোমার পুত্র যিশুখ্রিস্টের আদর্শে ক্ষমার প্রেম দ্বারা তোমার ও পরস্পরের সাথে পুনর্মিলনের মধ্য দিয়ে আমরা যেন জাতি-ধর্ম-বর্ণ সবার সাথে শান্তি ও সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে জীবন অতিবাহিত করতে পারি। এই প্রার্থনা করি, পবিত্র আত্মার সংযোগে, তোমার সঙ্গে, হে পিতা, জীবনময় ও সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বর-রূপে যিনি যুগে যুগে বিরাজমান, তোমার পুত্র শান্তিরাজ প্রভু যিশুখ্রিস্টের নামে। আমেন।

(খ) ঐশবাণীর উপাসনা (Liturgy of the Divine Word)

১ম পাঠ : ইসাইয়া ১: ১৬-২০ (বাণীবিতান; দৈনিক পাঠসংগ্রহ; আগমনকাল, জন্মোৎসব, তপস্যা, পুনরুত্থান কালে দৈনিক পাঠপরম্পরা পৃষ্ঠা ১৫৫)

ধুয়োসহ সামসঙ্গীত: সামসঙ্গীত ৮৫: ৮-১৩ (বাণীবিতান তৃতীয় ভাগ বিবিধ পাঠসংগ্রহ পৃষ্ঠা ৩৮১)

ধুয়ো : ওগো শান্তিরাজ, তোমার ভক্তদের শান্তি দাও!

২য় পাঠ : রোমীয়দের কাছে সাধু পলের পত্র ১২:১৬-২১ (মঙ্গলবার্তা পৃষ্ঠা ৪০৭)

খ্রিস্টবাণী-বন্দনা :

জয় জয়, প্রভুর জয়!

খ্রিস্টশান্তি বিরাজিত হোক তোমাদের অন্তরে; এমনই শান্তি লাভের জন্যে আহূত হয়েছ তোমরা !

একই খ্রিস্টের আপন অঙ্গ-রূপে!

জয় জয়, প্রভুর জয়!

মঙ্গলসমাচার : যোহন ১৪:২৭-৩১ (মঙ্গলবার্তা পৃষ্ঠা ২৮৯)

ধর্মোপদেশ/অনুধ্যান সহভাগিতা (শুধু পয়েন্ট)

(১) জুবিলী বছরের আলোকে ক্ষমা ও পুনর্মিলন : ২৫ বছর পর পর জুবিলী বছর; যিশুখ্রিস্টের জন্ম-জয়ন্তী। পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মের লেবীয়পুস্তক ২৫:৮-১৩ বলা হয়েছে যে, জুবিলী বছরে করণীয় অনেকগুলো কাজের মধ্যে ঈশ্বরের সাথে ও পরস্পরের সাথে ক্ষমা ও পুনর্মিলন। এ বছরের সম্প্রীতি দিবসে জুবিলীর মূলসুরের আলোকেই ক্ষমা ও পুনর্মিলনের বিষয়টি অনুধ্যানে আনা হয়েছে, কারণ ক্ষমাও পুনর্মিলনই এনে দেয়।

(২) দ্বিমুখী উদ্যোগ : ক্ষমা ও পুনর্মিলনের জন্য ঈশ্বর ও মানুষের উদ্যোগ প্রয়োজন। মানুষ যখন বিনীত, বিনম্র হয়ে ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসে ঈশ্বর ক্ষমাদানে তাকে ধন্য করেন। অন্তরে আসে তার শান্তি।

(৩) শান্তি ও সম্প্রীতি : শান্তি প্রকাশ করে সুস্থতা; বর্তমান বাস্তবতায় অনেক অসুস্থতা ধরা পড়ে: হিংসা-বিদ্বেষ, আত্ম অহম, দলাদলী ইত্যাদি। এগুলোকে জয় করে, এগুলোর উর্ধ্বে গিয়েই মাত্র সম্ভব হবে প্রকৃত শান্তি ও সম্প্রীতি।

(৪) বৈশিষ্ট্য : শান্তি ও সম্প্রীতির বৈশিষ্ট্য হল শান্ত, নম্র, উন্মুক্ততা; ঐক্যবদ্ধতা; সম-প্রীতি তথা বৈষম্যহীনতা। আর ক্ষমা ও পুনর্মিলনের ফলেই তা সম্ভব ও বাস্তব হয়।

(৫) মঙ্গলসমাচারের আলোকে : প্রবক্তা ইসাইয়ার গ্রন্থের আলোকে বলা যায় ঈশ্বর সদাই ক্ষমাশীল এবং তাই শত পাপে কলংকিত হলেও ঈশ্বর মানুষকে ক্ষমাদান করেন। সেখানেই মানুষে ঈশ্বরের পুনর্মিলন। শান্তি সম্প্রীতি ঈশ্বর-মানুষে, মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে। বিভিন্ন মণ্ডলীর মধ্যে শান্তি সম্প্রীতি সম্ভব তখনই পারস্পরিক গ্রহণ; স্বীকৃতি; সহযোগীতা, সহমর্মিতা; মূলসুরের আলোকে পরস্পরের মধ্যে পুনর্মিলন ও ক্ষমা থাকবে। যিশুর দেওয়া শান্তি এমনটাই প্রকাশ করে।

(৬) উদাত্ব আহ্বান : আসুন সম্প্রীতি দিবসে পবিত্র আত্মার কাছে প্রার্থনা করি আমরা যেন বিভেদ নয়, ঐক্য স্থাপন করি; পবিত্র ত্রিত্বের কাছে প্রার্থনা করি, আমরা যেন প্রত্যক ব্যক্তি, মণ্ডলী, ধর্মবিশ্বাস, কৃষ্টি সংস্কৃতির একতত্ব স্বীকার করি; একই সঙ্গে মিলনাত্বক হয়ে কাজ সম্পাদন করি।

(৭) শান্তি-সম্প্রীতি স্থাপন: শুধুই একটি ধারণা বা প্রেরণা নয়: শান্তি প্রথমে মন ও মানসিকতার ব্যাপার। শান্তিপ্রিয় মানুষ নিয়ন্ত্রিত মানুষ; শান্তি প্রিয়তা প্রকাশ পায় মনোভাবে যা প্রকাশ পায় কথা-কাজ-আচরণে। অন্যের সাথে সম্পর্ক বন্ধনে। মনোভাব যখন শান্তিপ্রিয় হয়, তখন পরস্পরের সাথে কথোপকথন তথা পারস্পরিক সংলাপ সহজ হয়ে উঠে; আর সংলাপের ফল শান্তি-সম্প্রীতি। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় ক্ষমা ও পুনর্মিলন যার ফলে আনে শান্তি, সম্প্রীতির বন্ধনে বাস করতে পারে মানুষ।

(৮) পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস: ১ জানুয়ারিতে তাঁর বাণীতে পোপ মহোদয় যিশু-জন্মের জয়ন্তীর আলোকে বলেছেন যে, ক্ষমা ও পুনর্মিলন জুবিলী বছরের একটি প্রধান কাম্য ও অনুশীলন। আর আমরা সেই আলোকেই বলতে পারি সম্প্রীতি দিবসে আমরা পোপ মহোদয়ের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সম্প্রীতি দিবসকে সার্থক করে তুলি।

বিশ্বাসমন্ত্র : পুনরুত্থানকাল এবং বিশেষ দিবস; তাই 'প্রেরিতগণের শ্রদ্ধামন্ত্র' প্রার্থনাটি সকলে দাঁড়িয়ে উদাত্ত কণ্ঠে বলতে পারে।

সার্বজনীন প্রার্থনা

১। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের ১ জানুয়ারির শান্তি দিবসের বার্তা অনুযায়ী এই সম্প্রীতি দিবসে প্রার্থনা করি, পৃথিবীর সকল মানুষ যেন ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে ক্ষমা ও পুনর্মিলন দ্বারা নিজেদের মধ্যে শান্তি সম্প্রীতি বাস্তবায়ন করতে পারে। আসুন, আমরা এই উদ্দেশে প্রভুর নিকট প্রার্থনা করি।

উত্তর : হে প্রভু আমাদের প্রার্থনা শোন।

২। প্রবীন ও নবীনদের মধ্যে যেন চিন্তা ও ধারণার বিনিময় সাধন হয়; পরস্পরের মধ্যে যেন ভাবের আদান প্রদান হয় এবং পরস্পরকে শ্রদ্ধাপূর্ণ শ্রবণের মধ্য দিয়ে গ্রহণীয় মনোভাব নিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে পারে, আসুন আমরা উভয় প্রজন্মের জন্য প্রভুর নিকট প্রার্থনা করি।

উত্তর : হে প্রভু আমাদের প্রার্থনা শোন।

৩। আমরা যেন বিশ্বাসের দৃষ্টিতে বর্তমান কালের যুগলক্ষণগুলোকে প্রত্যক্ষ করি এবং পবিত্র আত্মার প্রেরণায় শান্তি-সম্প্রীতির মিলন-বন্ধনে জীবন পরিচালনা করি, আসুন আমরা এই উদ্দেশ্যে প্রভুর নিকট প্রার্থনা করি।

উত্তর : হে প্রভু আমাদের প্রার্থনা শোন।

৪। আমাদের যুব সম্প্রদায়ের জন্য প্রার্থনা করি, বর্তমানের এই তথ্য প্রযুক্তির যুগে তারা যেন যা-কিছু কল্যাণকর তা গ্রহণ করতে ও যা-কিছু ধ্বংসাত্মক তা বর্জন করতে প্রস্তুত থাকে; আসুন আমরা প্রভুর নিকট প্রার্থনা করি।

উত্তর : হে প্রভু আমাদের প্রার্থনা শোন।

৪। আপন আপন বাস্তবতায় ঈশ্বর ও প্রতিবেশির সাথে পুনর্মিলনের মধ্য দিয়ে আমরা যেন শান্তি ও সম্প্রীতির সমাজ গড়ে তুলতে পারি। আসুন, আমরা এই উদ্দেশ্যে প্রভুর নিকট প্রার্থনা করি।

উত্তর : হে প্রভু আমাদের প্রার্থনা শোন।

৫। প্রতিটি পরিবার ও সমাজ যেন শান্তি, প্রেম-প্রীতি ভালোবাসা এবং ঐক্যের তৃণভূমি হয়ে ওঠে, আসুন আমরা এই উদ্দেশ্যে প্রভুর নিকট প্রার্থনা করি।

উত্তর : হে প্রভু আমাদের প্রার্থনা শোন।

৬। অন্যান্য অনুনয় প্রার্থনা নীরবে

পৌরহিত্যকারী: হে প্রভু, বিশ্বাস ও আশা নিয়ে যে-সকল উদ্দেশ্য-প্রার্থনা তোমার চরণে নিবেদন করলাম, তা তুমি সদয় হয়ে গ্রহণ কর ও পূর্ণ কর। আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্টের নামে। আমেন।

(গ) খ্রিস্টপ্রসাদীয় রীতি

অর্পণ গীতি : অর্ঘডালা, সাজিয়ে এনেছি (গীতাবলী ১৫৬)

যীশুর রক্তমাংস সত্য (গীতাবলী ১২৭)

অর্ঘ্য শোভাযাত্রা: নির্দিষ্ট কয়েকজন খ্রিস্টভক্ত সাজানো রুটির পাত্র, পানপাত্র, দ্রাক্ষারস-জল পাত্র, সম্প্রীতির চিহ্নস্বরূপ উপরের লগোটি কার্ডে একে তা যাজকের হাতে তুলে দিতে পারে।

অর্পন প্রার্থনা

হে পরমেশ্বর, তুমিই ক্ষমার আধার। তোমাকে অনুনয় করি তোমার চরণে এই যে-খ্রিস্টযজ্ঞ উৎসর্গ করতে চলেছি, তার মাহাত্ম্যে যেন আমরা ক্ষমা ও পুনর্মিলনে জীবনযাপন করে আকাঙ্ক্ষিত শান্তি ও সম্প্রীতির সমাজ গড়ে তুলতে পারি। এই প্রার্থনা করি আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্টের নামে। আমেন।

ধন্যবাদিকা- স্তুতি : পঞ্চাশত্তমী অথবা পবিত্র ত্রিত্বের রবিবারে বন্দনা ('প্রভুর স্মরণোৎসব' বই দেখুন)

পুণ্যগীতি : পুণ্য পুণ্য পুণ্য প্রভু, পুণ্য তুমি

খ্রিস্টপ্রসাদীয় প্রার্থনা ২ *('প্রভুর স্মরণোৎসব' বই দেখুন)*

(ঘ) পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদ রীতি

প্রভুর প্রার্থনা : সকলে পরস্পরের হাত ধরে উচ্চস্বরে প্রার্থনাটি বলা যায় বা গান করা যায়।

শান্তি বিনিময় : দু'হাত জোড় করে ঈষৎ মাথা নত করে পরস্পর শান্তি বিনিময় করা যেতে পারে।

রুটি-খণ্ডন : হে বিশ্ব পাপহর, ঈশ্বরের মেষশাবক .....

প্রসাদ-গীতি :

(১) শান্তি যেখানে, সেখানে আমি তো আছি (গীতাবলী ২২২)

(২) শান্তির চিরসঙ্গী হে মোর (গীতাবলী ১৯৭)

(৩) আমাদের হৃদয় প্রেম দিয়ে তুমি গড় (গীতাবলী ২১৪)

খ্রিস্টপ্রসাদ পরবর্তী প্রার্থনা

হে পরম পিতা, আমাদের শান্তিরাজ যিশু খ্রিস্টের পরম প্রসাদ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা তোমাকে অনুনয় করি; আমাদের মন-প্রাণ এমন মানবপ্রীতিতে অনুপ্রাণিত কর, যাতে আমরা সারা জগতে ক্ষমা ও পুনর্মিলনের মধ্য দিয়ে সেই শান্তি ছড়িয়ে দিতে পারি যা তোমার পুত্র যিশু নিজের জীবন দিয়ে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। এই প্রার্থনা করি শান্তিরাজ প্রভু যিশুখ্রিস্টের নামে। আমেন।

(ঙ) সমাপন রীতি

বিদায়ী মহা-আশীর্বাদ ('প্রভুর স্মরণোৎসব' বই দেখুন। পুনরুত্থানকালের আশীর্বাদ)

পৌরহিত্যকারী : যাও, শান্তি ও সম্প্রীতিতে জীবন-যাপন কর।

সকলে : ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।

সমাপন গীতি :

(১) আমায় তুমি শান্তির দূত কর (গীতাবলী ২২০)

(২) প্রেম যে চির মধুর (গীতাবলী ২৩৭)

(৩) হাতে হাতে হাত ধরে চলরে (গীতাবলী ২৬৬

বি. দ্র :

(১) সম্প্রীতি দিবসটি এ বছর ১৩ জুন শুক্রবারে পালন করতে না পারলে সুবিধা অনুসারে অন্য যে-কোন দিনও করা যেতে পারে।

(২) পরিস্থিতি অনুকুল খ্রিস্টযাগের পর পরই বাইরে এসে উপাসকমণ্ডলী বিশেষ চিহ্ন দেখিয়ে নিজেদের মধ্যে শান্তি, মিলন ও একতা প্রকাশ করতে পারে। মিষ্টি বিতরণ করতে পারে। একত্রে আহারের ব্যবস্থাও করতে পারে।

(৩) খ্রিস্টযাগের পর পরই অথবা অন্য উপযুক্ত যে-কোন দিন এই বছরের মূলসুরকে কেন্দ্র করে নিজেদের মধ্যে সেমিনার/ আলোচনা সভা, প্রার্থনা সভা করা যেতে পারে। আবার এই মূলসুর নিয়ে আন্তঃধর্মীয় বা আন্তঃমাণ্ডলিক সেমিনার, প্রার্থনা নভা বা আলোচনা সভার আয়োজন করা যেতে পারে।

স্মৃতিতে অম্লান তোমরা

প্রয়াত মৌ গোমেজ

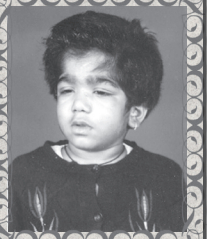

জন্ম : ২৮ ডিসেম্বর ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১২ জুন ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম : মাটিভাঙ্গা, পটুয়াখালী (পাদ্রীশিবপুর)

১৮তম মৃত্যু বার্ষিকীতে তোমাকে মনে পড়ে,
যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে

অতি আদরের মা মৌ,

দেখতে দেখতে ফিরে এলো সেই কষ্টেভরা বেদনার দিন ১২ জুন, যেদিন তুমি আমাদের সবাইকে শোক সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে আশ্রয় নিলে পরম পিতার কাছে। দীর্ঘদিন রোগ যন্ত্রণা ও কষ্টভোগ করে গেলে। কি করে ভুলব তোমাকে? বিশ্বাস ও প্রার্থনা করি করুণাময় পিতা পরমেশ্বর যেন স্বর্গের অনন্ত সুখ, শান্তি দান করেন তোমার আত্মার কল্যাণে।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে
মারীয়া গোমেজ (আন্টি)
বাবা : রমেশ গোমেজ
মা : কাকলী গোমেজ

প্রয়াত রবিন গোমেজ

জন্ম : ২১ জানুয়ারি ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ০৯ জুন ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম : মাটিভাঙ্গা, পটুয়াখালী (পাদ্রীশিবপুর)

বাবা,

দেখতে দেখতে ৩০টি বছর কেটে গেল তুমি আমাদের ছেড়ে পরম পিতার কোলে স্থান করে নিয়েছ। আজও আমরা বেদনাবিধূর হৃদয়ে তোমাকে স্মরণ করছি বাবা। স্মৃতির মণিকোঠায় জমানো তোমার স্মৃতিগুলো প্রতিনিয়ত আমাদের কাঁদায়। তুমি যে আমাদের মাঝে নেই, এই নির্মম সত্যটি মেনে নিতে এখনো বড়ই কষ্ট হয় বাবা। প্রতিটি মুহূর্তে তোমার শূন্যতা অনুভব করি। তোমার স্মৃতি অম্লান হয়ে থাকবে সারা জীবন তোমার আদরের সন্তানদের হৃদয়ে। তোমাকে আমরা কোনদিন ভুলব না বাবা। আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তোমার আদর্শ, নম্রতা, ত্যাগ ও কর্মময় জীবন অনুসরণপূর্বক সকল কাজে পরিপূর্ণতা লাভ করি।

সর্বশক্তিমান পিতা পরমেশ্বরের কাছে আমাদের প্রার্থনা, তিনি যেন তোমাকে স্বর্গের অনন্ত শান্তি দান করেন।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে
মারীয়া গোমেজ
ঢাকা

বিজ্ঞ/১২২/২৫

ক্ষমা ও পুনর্মিলনই আনে শান্তি ও সম্প্রীতি

ফাদার মাইকেল মিলন দেউরী

ক্ষমা ও পুনর্মিলন হল সম্প্রদায় ও সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। অতীতের ভুলগুলো ভুলে, বিরক্তির মনোভাব পরিহার করে, ক্ষমা দিয়ে ও নিয়ে সম্মিলিতভাবে আশা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার যাত্রা। ক্ষমা করা স্বর্গীয় ও মানবিক গুণাবলীর অংশ। "তোমরা একে অন্যের প্রতি সহৃদয় হও, হও কোমলপ্রাণ। পরস্পরকে তোমরা ক্ষমা করে নাও, যেমন খ্রিস্টে তোমাদের আশ্রয় দিয়ে পরমেশ্বরও তোমাদের ক্ষমা করেছেন" *(এফেসীয় ৪:৩২)*। ক্ষমা করা ও নেওয়া শুধুমাত্র সংঘাত পরিহার নয়, বরং পারস্পরিক সহযোগিতা ও বোঝাপড়া। এমন একটি অবস্থা যেখানে ভবিষ্যতের সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় সম্পর্ক পুনর্নির্মান করা ও একত্রে সহযোগিতা ও সহভাগিতায় চলার প্রত্যয়। একটি স্থিতিশীল ও সমৃদ্ধ সমাজের জন্য শান্তি সম্প্রীতি একান্তভাবে দরকার। যার মধ্যে রয়েছে সংঘাত ও দ্বন্দ্ব নিরসন, সামাজিক ও ধর্মীয় ঐক্য এবং অর্থনৈতিক কল্যাণ। যেকোন সমাজ ও দেশের সুষ্ঠু কার্যকারিতার জন্য শান্তি ও সম্প্রীতি অপরিহার্য, কারণ এটি সমাজের সদস্য ও দেশের নাগরিকের জন্য একটি নিরাপদ ও সুরক্ষিত পরিবেশ তৈরি করে।

ক্ষমা: ক্ষমা করা ক্ষতির, ক্ষমা চাওয়া বা ভুলে যাওয়ার বিষয় নয়, বরং রাগ ও বিরক্তির বোঝা থেকে নিজেকে মুক্ত স্বাধীন করা। "কারও প্রতি কোন অভিযোগ থাকলে তোমরা তাকে ক্ষমাই কর; প্রভু নিজে যেমন তোমাদের ক্ষমা করেছেন, তেমনি তোমরাও ক্ষমা কর" *(কলসীয় ৩:১৩)*। ব্যক্তিকে ক্ষমার ক্ষমতা নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে হয় ও নিজের মঙ্গলের জন্য মনোনিবেশ করতে, অভ্যন্তরীণ শান্তি এবং নিরময়তাকে উৎসাহিত করতে সাহায্য করে। ক্ষমায় ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও করুণাকে প্রতিফলিত করে এবং এটি একটি ঐশরিক কাজ যা একইসাথে একটি মানবিক দায়িত্ব হিসাবে বিবেচিত হয়। ক্ষমা মানে অপরাধ ভুলে যাওয়া বা তা ঘটেনি বলে ভান করা নয়, বরং তিক্ততা ও রাগ পরিহার করার সিদ্ধান্ত।

পুনর্মিলন: তর্ক বা মতবিরোধের পর দুই ব্যক্তি বা সমাজের মধ্যে পুনঃরায় বন্ধুত্বপূর্ণ সদ্ভাব গড়ে তোলা। একইসাথে দুটি ভিন্ন ধারণা, তথ্য ইত্যাদি বিদ্যমান বা সত্য করার উপায় খুঁজে বের করার প্রক্রিয়া। পুনর্মিলন ক্ষমার বাইরেও বিস্তৃত এবং এর মধ্যে দ্বন্দ্বের মূল কারণগুলি সমাধান করা ও সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের জন্য কাজ করা। ভাইয়ের প্রতি কোন আক্রোশ বা ঘৃণা থাকলে তার সাথে সদ্ভাব ফিরিয়ে বা পুনর্মিলিত হওয়ার পর ঈশ্বরের চরণে যজ্ঞ নিবেদন করতে বলা হয়েছে *(দ্রঃ মথি ৫:২৩-২৪)*। অতীতের ভুল-ভ্রান্তি স্বীকার করা, দায়িত্ব নেওয়া এবং আরও সুন্দর আনন্দময় ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সংলাপ ও সহযোগিতায় জড়িত হওয়া অন্তর্ভুক্ত।

ক্ষমা ও পুনর্মিলনের সুফল: ক্ষমা ও পুনর্মিলনের ফলে মানব জীবনে ও সমাজে অনেক সুফল বয়ে আনে যা ব্যক্তি ও সমাজকে আনন্দ দেয় ও সুরভিত করে মনন।

ক) মানসিক প্রশান্তি: নিজেকে ও অন্যদের ক্ষমা করলে মানসিক চাপ কমে। উদ্বেগ ও বিষন্নতা হ্রাস পায়। অভ্যন্তরীণ শান্তি এবং মানসিক, শারীরিক ও আধ্যাত্মিক সুস্থতার অনুভূতি তৈরি হয়।

খ) সম্পর্ক উন্নয়ন: পুনর্মিলনে আস্থা পুনরুদ্ধার করতে এবং সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করতে সাহায্য করে। ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয় এবং সহভাগিতা ও সহযোগিতায় শান্তি আনন্দে জীবন যাপন করতে আরও সহায়ক ও ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করে।

গ) দ্বন্দ্ব হ্রাস ও বিরোধ সমাধান: দ্বন্দ্বের মূল কারণগুলিকে মোকাবেলা করে এবং বোঝাপড়া বৃদ্ধি করে। ক্ষমা এবং পুনর্মিলন ভবিষ্যতের দ্বন্দ্ব প্রতিরোধ করতে ও আরও শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়ে তুলতে সাহায্য করে। এমনিভাবে দ্বন্দ্ব হ্রাস করে বিরোধ সমাধান করে সম্প্রীতিতে জীবন যাপন করতে প্রত্যয়ী হয়।

ঘ) সম্প্রদায় নিরাময়: দ্বন্দ্ব পরবর্তী পরিস্থিতিতে, ক্ষমা এবং পুনর্মিলনের আচার অনুষ্ঠানে মানসিক আঘাত (ট্রমা) নিরাময়ে, পারস্পারিক আস্থা পুনরুদ্ধারে এবং আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সহভাগিতার আনন্দময় সম্প্রদায় গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

শান্তি ও সম্প্রীতির গুরুত্ব: ব্যক্তিগত সুস্থতা, মানবিক ও মানসিক স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার জন্য শান্তি ও সম্প্রীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো সামাজিক ঐক্য, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়নের জন্যেও অপরিহার্য।

১) সংঘাত সমাধান ও সামাজিক ঐক্য: শান্তি সম্প্রীতির মধ্যে বিরোধ মোকাবেলা এবং দ্বন্দ্বের ন্যায্য ও যথাযথ সমাধান অন্তর্ভুক্ত, ব্যক্তি ও সমাজের সামগ্রিক কল্যাণকে উৎসাহিত করে। শান্তি মানুষকে একত্রিত করে। বিভেদ দুর করে ও সম্প্রদায় ও পারস্পরিক অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলে যা মানুষকে শান্তি আনন্দে জীবন যাপনে আশা যোগায়।

২) অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও টেকসই উন্নয়ন: শান্তিপূর্ণ সমাজ ও দেশ বিনিয়োগ আকর্ষণ করে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে উৎসাহিত করে এবং সমৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করে। দারিদ্র ও পরিবেশগত অবক্ষয়ের মত দীর্ঘমেয়াদী চ্যালেঞ্জগুলোকে কার্যকরীভাবে মোকাবেলা করার জন্যে সম্প্রদায় ও দেশে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ দরকার।

৩) ব্যক্তিগত দায়িত্ব, নৈতিকতা ও বিশ্বাস: শান্তি বজায় রাখা একটি সম্মিলিত দায়িত্ব ও প্রয়াস। ব্যক্তি বা সমষ্টিগত সহানুভূতি, বোঝাপড়া এবং সংলাপের মাধ্যমে অবদান রাখতে সক্ষম। সততা ও ন্যায্যতার মতো নৈতিক নীতি এবং ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধ অনুসারে জীবন যাপন করে আস্থা স্থাপন করে যা সম্প্রদায় ও দেশের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়, যা শান্তি ও সম্প্রীতিতে জীবন যাপনে অনুপ্রাণিত করে।

শান্তি ও সম্প্রীতির প্রত্যাশা: সমস্ত মানুষের

সম্প্রীতির দেশ বাংলাদেশ

ব্রাদার আলবার্ট রত্ন সিএসসি

"কেহ বলুক বা না বলুক কিংবা বুঝুক বা না বুঝুক" বাংলাদেশ একটা সম্প্রীতির দেশ। আমরা সম্মপ্রীতির মানুষ। আমাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি. আচার-আচরণ প্রমাণ করে যে, আমরা সম্প্রীতির মধ্যে বাস করছি। আমাদের দেশের সংবিধান সম্প্রীতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, "ধর্মনিরপেক্ষতা, সকলের জন্য সমান অধিকার ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার মাধ্যমে এবং একটি অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্য নিয়ে সামাজিক ও ধর্মীয় সম্প্রীতিকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে" (অনুচ্ছেদ-১২)। বিখ্যাত জনপ্রিয় কবি চন্ডীদাস বলেছেন, "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই। সত্যিকার অর্থে মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচয় হলো- সে মানুষ, সৃষ্টির সেরা জীব। যার মধ্যে আছে বুদ্ধি, বিবেক, বিচার-বিবেচনা ও মানবতাবোধ"। তবে এসব থাকা সত্বেও মানুষ কখনো কখনো তার মনুষ্যত্ব পরিচয় ভুলে যায়। জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রকে সমুন্নত রাখতে, নিজেদের পরিচয়কে সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করতে শুরু হয় দ্বন্দ্ব। জন্ম নেয় অন্যদের প্রতি হিংসা, বিদ্বেষ ও ঘৃণা। আর এর থেকে সৃষ্টি হয় সাম্প্রদায়িকতা। যার ফলে সহিংসতা ও যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। আর এর থেকে মানুষকে সুপথে ফেরাতে পারে কেমলমাত্র আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি।

বৃহত্তর পার্বত্য অঞ্চলে রয়েছে বিভিন্ন ধর্মের ও বিভিন্ন জাতি বা গোত্রের মানুষের সহাবস্থান। তাদের জীবনাচরণ সম্প্রীতির ও ভ্রাতৃত্ববোধের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এ সমাজে বহু ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও জাতির লোক একত্রে বসবাস করছে। সমাজে বসবাসরত এসব আন্তঃধর্মীয় মানুষের মধ্যে পরস্পর ঐক্য, ভ্রাতৃত্ববোধ, ভ্রাতৃত্বসুলভ অনুভূতি প্রকাশ, সংহতি ও সহযোগিতার মনোভাবই সম্প্রীতির বাস্তব উদাহরণ। "সম্প্রীতির এক আদর্শ দেশ বাংলাদেশ" এ লক্ষ্যে আমাদের সকলের যাত্রা শুরু হয়েছে বহু পূর্বে। বাস্তবতায় আমরা যদিও অনেক পিছনে পড়ে আছি, কিন্তু আমাদের এই যাত্রা এখনও চলমান রয়েছে। আমাদের সকল মানুষের প্রার্থনা, বাংলাদেশ একদিন পৃথিবীর মধ্যে "সম্প্রীতির বাংলাদেশ" হিসেবে সুপরিচিতি লাভ করবো।

সম্প্রীতি কাকে বলে?

সম্প্রীতি অর্থই হল - সবাইকে ভালবাসা, গ্রহণ করা, পাত্তা দেওয়া, মর্যাদা দেওয়া কথা শোনা। সম্প্রীতির মানুষ কোন ভেদাভেদ দেখে না বা করে না। সম্প্রীতির মানুষ বিশেষভাবে যারা দীনদুঃখী, হতাশাগ্রস্ত, ক্লান্ত- ভারাক্রান্ত তাদের কাছে ছুটে যায় ভালোবাসার টানে, ভ্রাতৃত্বের টানে। যেখানে সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে কোন ভেদাভেদ থাকেনা। কেউ কাউকে ছোট ভাবে না। কেউ কাউকে বড় ও ভাবে না। কেউ নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে দাবি করে না। কেউ কাউকে শত্রু হিসেবে গণ্য করে না। একই সমাজে ও রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে সকলে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। সৈয়দ আহমদুল হক বলেছেন, "ভবিষ্যৎ শান্তিময় দুনিয়া গড়তেও পারস্পরিক সম্প্রীতিকেই গুরুত্ব দিতে হবে"। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "আমার বিশ্বাস বিভিন্ন ধর্ম পরস্পরের বিরোধী নয়, বরং পরস্পরের পরিপূরক। প্রত্যেক ধর্ম যেন মহান সার্বভৌম সত্যের এক একটি অংশ নিয়ে তাকে বাস্তব রূপ প্রদান করতে এবং আদর্শে পরিণত করতে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেছে। সুতরাং, ইহা মিলনের ব্যাপার, বর্জনের নয়, তাকে বুঝতে হবে। একটি বড় মনোভাব নিয়ে সম্প্রদায়ের পর সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে, এবং আদর্শগুলোই যুক্ত করতে হবে সমাজের সকল স্তরে। তবেই মানব জাতির উন্নতি হবে। মানুষ সত্য হতেই গমন করে থাকে"।

বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও জাতি-গোষ্ঠীর মানুষ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বসবাস করে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান সম্পদ, যা দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি শুধু সামাজিক স্থিতিশীলতা ও শান্তির জন্যই নয়, বরং অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির মানুষ একে অপরের কাছ থেকে শিখতে পারে এবং সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক বিনিময় ঘটে, যা সমাজকে আরও বৈচিত্র্যময় ও সৃজনশীল করে তোলে। বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকাগুলোতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চিত্র বিশেষভাবে লক্ষণীয়। গ্রামের মানুষ সাধারণত একে অপরের সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়। তারা বিভিন্ন সামাজিক কাজে একত্রিত হয় এবং পরস্পর পরস্পরের পাশে দাঁড়ায়। এই সহযোগিতামূলক মনোভাব গ্রামের মানুষের জীবনে একটি বিশেষ প্রভাব ফেলে এবং তাদের সামাজিক বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করে তোলে। শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও অন্যান্য শিল্পমাধ্যমে বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষণীয়। বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান, নজরুলের কবিতা সবকিছুতেই সাম্প্রদায়িক

শান্তি ও সম্প্রীতি বলতে সকল জাতি, জাতিগত গোষ্ঠী এবং ধর্মের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি বোঝায়। এদিকে প্রতিটি জাতি, গোষ্ঠি এবং ধর্মের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতিই সকল মানুষের শান্তি ও সম্প্রীতি গঠন করে। চীনা সভ্যতার একটি চমৎকার ঐতিহ্য "সম্প্রীতির সংস্কৃতি" হাজার হাজার বছর ধরে টিকে আছে এবং বিভিন্ন জাতিগত গোষ্ঠীর সুমধুর সহাবস্থান ও ধর্মীয় সংস্কৃতির মিলন ও সংমিশ্রণে অসাধারণ অবদান রাখছে। এইভাবে বর্তমান বাস্তবতায় মানব জাতির শান্তি ও সম্প্রীতির জন্য এর অপরিসীম জ্ঞানগর্ভ তাৎপর্য রয়েছে।

ধর্মীয় সংস্কৃতি মানব জাতির সংস্কৃতি এবং জ্ঞান অর্জনের প্রতীক। সমস্ত ধর্মই নিঃস্বার্থ মহান প্রেমকে তাদের মৌলিক নীতি হিসাবে বিবেচনা করে। সকল মানুষের শান্তি ও সম্প্রীতি প্রচার করা সকল ধর্মের সাধারণ মহৎ লক্ষ্য ও মহান উদ্দেশ্য। সকল ধর্মের নেতারা ধর্ম ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সীমা অতিক্রম করার জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টা করা। যৌথভাবে বিশ্বের জন্যে উদ্বেগ এবং মানব জাতির জন্য উদ্বেগের নৈতিক দায়িত্ব পালন করে এবং ধর্মের শান্তি ও সম্প্রীতির সাথে চূড়ান্তভাবে একটি পরম ভালো অবস্থায় শান্তি ও সম্প্রীতি অর্জনের জন্য সবাইকে হাতে হাত মিলিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করে।

উপসংহার: বিশ্বায়নের তরঙ্গ বিশ্বের সকল দেশকে অভূতপূর্বকভাবে একটি সম্প্রদায় সাথে যুক্ত করেছে। যার অর্থ হল প্রকৃত অর্থে গোটা পৃথিবী একটি মানবিক সমাজ রূপ নিচ্ছে। বিগত জি টুয়েন্টি (G20) সম্মেলনে প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "একটি পৃথিবী, এক পরিবার, এক ভবিষ্যৎ/One Earth, One Family, One Future"। মানুষ ক্রমশ দূরদর্শী হচ্ছে তাই মানুষ শান্তি ও সম্প্রীতির তাৎপর্যকে স্বীকৃতি দিচ্ছে। শান্তি ও সম্প্রীতি সমাজ ও দেশে একটি শান্তিপূর্ণ ও স্থিতিশীল শৃঙ্খলা আনতে পারে এবং মানব জাতিকে বেঁচে থাকা এবং উন্নয়নের জন্য একটি প্রয়োজনীয় শর্ত। যিশু প্রার্থনা করেন; "আমি চাই, সকলেই যেন এক হয়ে ওঠে" *(যোহন ১৭:২১ক)*। শান্তি ও সম্প্রীতি মানবজাতি যৌথ ভাবে উপভোগ ও ধারণ করে, যা ব্যক্তিদের সৃজনশীল সম্ভাবনার পূর্ণ বাস্তবায়ন। জাতির অর্থনীতি ও সংস্কৃতির টেকসই উন্নয়ন এবং মানব সমাজের দীর্ঘস্থায়ী সমৃদ্ধির জন্য একটি প্রকৃত নিরাপত্তার ভিত্তি। তাই যুদ্ধ নয় শান্তি, প্রতিযোগিতা নয় সহযোগীতা ও ঘৃণা নয় ভালোবাসায় ক্ষমা দিয়ে সম্পর্ক পুনরুদ্ধারে ক্ষমা ও পুনর্মিলনে শান্তি আনন্দে জীবন সাধনা। "কারও প্রতি কোন অভিযোগ থাকলে তোমরা তাকে ক্ষমাই কর; প্রভু নিজে যেমন তোমাদের ক্ষমা করেছেন, তেমনি তোমরাও ক্ষমা কর" *(কলসীয় ৩:১৩)*। কেননা, ক্ষমা ও পুনর্মিলনই আনে শান্তি ও সম্প্রীতি।

সম্প্রীতির ছোঁয়া রয়েছে। এই সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন শুধু শিল্পীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং সাধারণ মানুষের মাঝেও একটি গভীর সংযোগ তৈরি করে।

আন্তঃধর্ম-আন্তঃমণ্ডলী ও সম্প্রীতি: ধর্মের ভিত্তিতেই মানুষের পৃথক পৃথক সম্প্রদায় সবচেয়ে বেশি গড়ে ওঠে। যেমন কেউ মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, বিভিন্ন গোত্র, জাতির বা সম্প্রদায়ের মানুষ। আবার একটি ধর্মের ভেতরেও আছে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের মানুষ। যেমন মুসলমানদের কেউ সুন্নি কেউবা শিয়া। খ্রিস্টানদের মধ্যে কেউ কাথলিক আবার কেউ প্রোটেস্টান্ট। হিন্দুদের মধ্যে কেউ ব্রাহ্মণ, কেউ ক্ষত্রিয় আবার কেউবা শূদ্র। পাহাড়ের এই গোত্র বা জাতির মধ্যেও ভিন্নতা রয়েছে। যদিও ধর্ম সম্প্রদায় সৃষ্টি, তাই বলে কোন ধর্ম কখনো সাম্প্রদায়িকতাকে সমর্থন দেয়না। কারণ সকল ধর্মই মানুষকে শান্তি, ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ববোধ ও সম্প্রীতির পথ দেখায়। এছাড়া বাংলাদেশের দক্ষিণে, উত্তরে ও উত্তর-পূর্বে বিভিন্ন গোষ্ঠীর সাথে বাঙ্গালির সাথে খ্রিস্টান, হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ একই সাথে দীর্ঘ দিন ধরে বসবাস করে যাচ্ছে।

কোন একটি গোষ্ঠীর বা ধর্মের কারণে বাংলাদেশের সম্প্রীতিকে কখনই ছোট করা যাবে না। আমাদের সম্প্রীতির এই দৃষ্টান্ত বহিঃবিশ্বের কাছে একটি জ্বলন্ত আদর্শ। আমাদের এই সম্প্রীতিকে আরো বৃদ্ধির জন্য সকল সম্প্রদায় বা ধর্মের মানুষকে শুধু নিজের কথা চিন্তা না করে পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা বা সম্প্রীতির দৃষ্টিভঙ্গিকে মাথায় রেখে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

সম্প্রীতি ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি:

বাংলাদেশে এমন কোন ধর্ম নাই যে, শান্তি, মানব কল্যাণ এবং ভালোবাসার কথা বলে না। ইসলাম কল্যাণের ধর্ম। মুসলমানদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের পাশাপাশি ইসলাম আরও এক প্রকার ভ্রাতৃত্ববোধের শিক্ষা প্রচার করেছে। এটি হলো বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব। অর্থাৎ ইসলামের মতে, সকল মানুষ পরস্পর ভাই-বোন এতে দেশ, জাতি, ভাষা ও বর্ণের কোন পার্থক্য নেই। বরং জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ। এ ভ্রাতৃত্ব হলো মানুষের মৌলিক ভ্রাতৃত্ব। সৃষ্টিগতভাবে মানুষ এ ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ। কোন মানুষই এ ভ্রাতৃত্ববোধ লঙ্ঘন করতে পারে না। "হে মানব মণ্ডলী, আমি তোমাদের একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। আর তোমাদের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার," *(সূরা আল হুজুরাত, আয়াত ১৩)*। মহানবী(স:) বলেছেন, "সকল মানুষই আদম(আ.) এর বংশধর, আর আদম মাটি থেকে সৃষ্টি" *(তিরমিযি)*। হিন্দুধর্মের প্রধান দিক হলো, সকল জীবের মধ্যে ঈশ্বরকে দর্শন, সকলকে সমান ভালোবাসাই ধর্ম। এ চেতনাটি বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের ভাষায় প্রতিফলিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, "ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময়, মনপ্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে এ সবের পায়। বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর, জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপন ও সাম্যের বাণী প্রচারই হিন্দু ধর্মের মূল লক্ষ্য। বাইবেলের আদি পুস্তকে মানব পরিবারের যাত্রা শুরুর কথা বলা হয়েছে, "ঈশ্বর তাঁর প্রতিমূর্তিতে আপন সাদৃশ্যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাদের পুরুষ ও নারী করেই সৃষ্টি করলেন। ঈশ্বর মানুষকে আশীর্বাদ করে বললেন, "তোমরা প্রজাবন্ত হও ও বংশ বৃদ্ধি কর' *(আদিপুস্তক: ১:২৬ পদ)*। এভাবে পরিবারে মিলন, ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার বন্ধনে একতাবদ্ধ হয়ে মানুষ সমাজে বসবাস করছে। খ্রিস্টধর্ম মতে জাতি, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে সবাই যেহেতু মানুষ, সবার জীবনের উৎস যেহেতু এক ও অভিন্ন, সকলের সৃষ্টিকর্তা যেহেতু মাত্র একজন, তাই সকল মানুষই এক মানব পরিবারের সদস্য-সদস্যা। বিশ্বের প্রধান ধর্মসমূহের প্রতিষ্ঠাতা কোন নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর নয়, আধিপত্যবাদের স্থান ধর্মে নাই। রয়েছে সর্বজনীনতা ও আন্তঃধর্মীয় এবং আন্তঃমাণ্ডলিক সম্প্রীতি। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মানবিক সাধনার এক অনন্য সাধারণ দৃষ্টান্ত বুদ্ধজীবন। বুদ্ধের চিন্তা-চেতনা ও কর্মের মধ্যে মানবের কল্যাণ প্রকৃষ্টভাবে দেখা যায়। তিনি মানুষে মানুষে এমন কি নারী-পুরুষে ভেদাভেদ করেননি, বরং যে শান্তির বাণী প্রচার করেছেন তা চিরন্তন ও চিরশাশ্বত এবং সম্প্রীতির। তিনি পারস্পরিক সদ্ভাব-সম্প্রীতির কথা বলেছেন। তাঁর মধ্যে নেই কোন জাত-অজাতের অভিমান। তিনি বলেছিলেন, "গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি বড় বড় নদী যেমন সমুদ্রে মিলে স্বতন্ত্র সত্তা ও নাম হারিয়ে গেলে অনুরূপভাবে (ব্রাহ্মণ), ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রসহ সর্বস্তরের মানুষ তাঁর প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ ভিক্ষু-সঙ্গে স্থান পায়। তিনি ছিলেন রাজার পুত্র। তিনি ধনী-গরীব, উচু-নীচু সবাইকে ভালোবাসতেন। শুধু তাই নয়, সকলকে তাঁর ধর্মে অংশগ্রহণ করার সুযোগ করে দিতেন। এছাড়াও বাংলাদেশের আনাচে কানাচে যতগুলো চাকমা, মার্মা, ত্রিপুরা, ম্রো, লুসেই, বম, পাংখুয়া, খ্যাং, চাক, খুমী, সাওতাল, খাসীয়া, উড়াও, ইত্যাদি জনগোষ্ঠীর প্রধান লক্ষ্য হল মানব প্রেম ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। আমাদের দেশের প্রায় সব এলাকাতে বা স্থানে একাধিক ধর্মীয়, জাতির বা গোষ্ঠীর মানুষের বসবাস যা প্রমাণ করে আমাদের সম্প্রীতি কত গভীর ও মধুর এবং আমরা একই সাথে বসবাস করতে অভ্যস্ত।

সম্প্রীতির বৈশিষ্ট্য বা বিশেষ দিকসমূহ:

ক. সামাজিক কার্যাবলী: বাংলাদেশের অনেক অঞ্চলের আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃমণ্ডলীর সকল মানুষ খুব কাছাকাছি বা পাশাপাশি বসবাস করে থাকে। অনেক সময় তাদের দেখে মনে হয় যে, তারা সকলে এক ধর্মের মানুষ, পরস্পর ভাই-বোন। বিভিন্ন সামাজিক ও পারিবারিক অনুষ্ঠানে এবং সভা-সমিতিতে তাদের সম্মিলিত অংশগ্রহণ দেখা যায়। আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃমাণ্ডলীক হয়েও তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ, পারস্পরিক সহযোগিতা ও ভালোবাসার কোন ঘাটতি নেই, বরং সম্প্রীতির সকল বৈশিষ্ট্য তাদের মধ্যে ফুটে উঠেছে। এ অঞ্চলের জনগণ একই পরিবারের মনোভাব নিয়ে বসবাস করে যাচ্ছে সেই আদি হতে।

খ. ধর্মীয় কার্যাবলীসমূহ

কথায় বলে " ধর্ম যার যার, উৎসব সবার" এ মনোভাব নিয়ে মানুষ আন্তঃধর্মীয় কর্মকাণ্ডে বা ধর্মীয় উৎসবগুলোতে অংশগ্রহণ করে থাকে। বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনার চার মূলনীতির মধ্যে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' একটি। এ নীতি রক্ষা ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে অধিকাংশ জনগণ। আন্তঃধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান এবং সম্প্রীতি বজায় রেখে তারা পরস্পর সহাবস্থান করে যাচ্ছে অনেক দিন পূর্ব থেকে। ধর্মীয় জ্ঞানের ও গোঁড়ামীর কারণে এর অনেকটা প্রত্যয় ঘটলেও, আমাদের সকল ধর্মে, বর্ণের, গোষ্ঠীর মানুষের মূল্যবোধ ও লক্ষ্য হলো ধর্মনিরপেক্ষতা ও পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।

সম্প্রীতির প্রয়োজনীয়তা

দেশ ও জাতি গঠনে আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃমাণ্ডলিক সম্প্রীতি একটি অপরিহার্য বিষয়। একটি দেশে বিভিন্ন জাতির বা সম্প্রদায়ের মানুষ হয়েও একসাথে বসবাস। আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির অভাবে জাতির ভেতর অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। এতে করে সমাজ ও দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সম্প্রীতি নষ্ট হলে সমাজ ব্যবস্থা অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে। চারিদিকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। ফলে অনিবার্যভাবেই যুদ্ধ ও সংঘাত দেখা দেয়। মানুষে মানুষে আস্থার অভাব দেখা দেয়, অবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়, সৌহার্দ্য ও সহযোগিতার পথ বন্ধ হয়ে যায়। আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি না থাকলে দেশে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ফলে ব্যাপক প্রাণহানি ঘটে, রাষ্ট্রীয় সম্পদ ধ্বংস হয়। দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। এমন কি কখনো কখনো দেশের সার্বভৌমত্ব হুমকির মুখে পড়ে।

আমাদের করণীয়

আমাদের দেশে আন্তঃধর্মীয়, আন্তঃমাণ্ডলিক

ও আন্তঃজাতীয় মানুষের বসবাস বিধায় শান্তি প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রীতি রক্ষা করতে সকলকে আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। জাতিগত, বর্ণগত, ধর্মগত, বিভেদকে তুচ্ছ মনে করে সকলের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধনকে জোরালো করতে হবে। সকলের প্রতি সহযোগিতা, সহমর্মিতার হাত বাড়তে হবে, সৃষ্টি করতে হবে পরস্পরের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস। রাষ্ট্র ও সমাজ কর্তৃক সকলের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। সম্প্রীতি বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যেন সংখ্যালঘুরা, ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী নিরাপদে দ্বিধাহীন ভাবে ধর্মীয়, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান ও কার্যাবলীতে অংশ নিতে পারে। সকলের ভেতর অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিকাশ ঘটাতে হবে। সরকার, রাজনৈতিক দল ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে সংখ্যালঘু, ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী, জনগণের অনুকূল হতে হবে। ধর্মান্ধতা ত্যাগ করে মানুষের প্রতি, অন্য ধর্মের ও সম্প্রদায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। যথা-

ক. অন্য ধর্মকে বা জাতিকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করা: বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃমণ্ডলীর মানুষ এক সাথে বা পাশাপাশি বসবাস করে থাকে। সকল ধর্মের শিক্ষা ও বিশ্বাস অনুসারে নিজ নিজ ধর্ম পালনের পাশাপাশি অন্য ধর্মের প্রতি ও ধর্মবিশ্বাসীদের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি, সম্মান, ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রদর্শন আমাদের সকলের নৈতিক দায়িত্ব।

খ. সংলাপ: আন্তঃধর্মীয়, আন্তঃগৌত্রিয় বা আন্তঃজাতীয় সংলাপ ছাড়া কখনোই সম্প্রীতি হয় না। কারণ সঠিক সংলাপের মাধ্যমে যেমন সম্প্রীতি গড়ে ওঠে, একইভাবে ভুল ব্যাখ্যা বা সংলাপের ফলে অশান্তির সৃষ্টি হতে পারে। তাই সংলাপের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি নির্বাচন করা একান্ত প্রয়োজন। কোনোভাবেই যাতে ভুল তথ্য প্রচার না হয়। আন্তঃধর্মীয় সংলাপে কথা বলার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার।

গ. ধর্মীয় নেতাদের নেটওয়ার্ক স্থাপন: বাংলাদেশে সব অঞ্চলে আন্তঃধর্মীয় আন্তঃমাণ্ডলিক বা আন্তঃজাতীয় মানুষের বসবাস নেই, সেহেতু ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে, যোগাযোগ, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, কাউকে ছোট মনে না করা, অপপ্রচার না করা এবং একটি নেটওয়ার্ক গঠন করা, যেখানে সব ধর্মের নেতৃবৃন্দ সমসাময়িক সাম্প্রদায়িক ইস্যু নিয়ে আলোচনা করবে ও সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা তৈরী করবে এবং সম্প্রীতির জন্য একত্র হয়ে ও হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে উদ্যোগী হবে।

ঘ. শিক্ষার প্রসার: সম্প্রীতি স্থাপনের বড় হাতিয়ার হল শিক্ষা। তাই শিক্ষা পদ্ধতির উন্নয়ন এবং প্রসার-সাম্প্রদায়িকতা তৈরী করে, অন্য ধর্মকে হেয় করতে শেখায় এমন কোন শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকে অর্ন্তভুক্ত না করা। একইসাথে পিঁছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর শিক্ষার মান উন্নয়নে আরো কর্মসূচী গ্রহণ করা এবং শিক্ষার সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠানগুলোর সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। তাই প্রকৃত শিক্ষার প্রসার নিশ্চিত করে ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্প্রীতি বাড়ানো সম্ভব। শিক্ষার মাধ্যমে ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার দূর করে সম্প্রীতিতে বিশ্বাসী হতে হবে।

ঙ. কৃষ্টি-সংস্কৃতির সম্প্রসারণ: "সম্প্রীতির ধ্বংসের প্রধান কারণ হল কৃষ্টি ও সংস্কৃতির অপপ্রচার"। কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে ব্যবহার করে যাতে পরস্পরের কাছে আসার সুযোগ পায় এবং পরস্পরকে জানতে-বুঝতে, সম্মান করতে, ভালোবাসতে পারে, যার ফলে তাদের মধ্যে আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃমাণ্ডলিক সম্প্রীতি বেশ জোরালো দেখা যায়।

চ. যুব সমাজের অংশগ্রহণ: যুব সমাজের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকা খুবই জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ। যুব সমাজ পারেনা এমন কিছুই নেই। যুবারা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে তারা উচ্চ পর্যায়ে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করতে পারে। পুরানো দিনের কুসংস্কারকে ভুলে গিয়ে সর্বসাধারণের ও সবধর্মের মানুষের সাথে মিলেমিশে কাজ করা যায় এমন পেশা নির্বাচন যেমন: সাংবাদিকতা, গবেষণা, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট, প্রচার মাধ্যম যেখানে সকলে মন খুলে কাজ করার স্বাধীনতা থাকবে এবং ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলে একত্রে কাজ করতে পারবে।

ছ. সামাজিক যোগাযোগ: সামাজিক যোগাযোগ ব্যবস্থার ইতিবাচক ব্যবহার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিষয়ক একটি ভাল ম্যাসেজ থাকলে তা ছড়িয়ে দিন, অন্যের একটি ম্যাসেজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হোন।

জ. শিল্পকর্ম বা কৃষ্টি-সংস্কৃতি, সামাজিকতার প্রসার: অনেক আগে থেকেই আমাদের দেশে কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও সামাজিকতায় সমৃদ্ধশালী। বাঙ্গালি সংস্কৃতি প্রিয়। শিল্পকর্ম-বিভিন্ন চিত্রশিল্প, পথ-নাটক, অভিনয়, বই, সিনেমা ইত্যাদির মাধ্যমে 'বৈচিত্র্যের ঐক্য' মানুষের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে হবে। যার ফলে তাদের মধ্যে আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃমাণ্ডলিক ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি বিরাজমান।

ঝ. মিডিয়ার ব্যবহার: মিডিয়ার যথাযথ ব্যবহার এবং মিডিয়ার মাধ্যমে সঠিক সংবাদ প্রচারের মধ্যদিয়ে সততা, নৈতিকতা, মূল্যবোধ, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও সম্মান বাড়িয়ে তুলতে হবে। বিভেদ, বিদ্বেষমূলক বক্তব্য এবং অসত্যের প্রভাব, অন্যদের ছোট মনে করার মনোভাব কমিয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি, বহুত্ববাদ, অন্তর্ভুক্তি এবং সহনশীলতা নিশ্চিত করার জন্য মিডিয়াকে যথাযথ ব্যবহার করতে হবে।

ঞ. সঠিক তথ্য প্রচার করা: অযথা ভ্রান্ত মতামত বা ভুল তথ্য প্রচার ও প্রচারণা বাদ দিয়ে, সঠিক ও সত্য তথ্য প্রচারের মাধ্যমে সমাজে শান্তি, ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি স্থাপনে সঠিক তথ্য প্রচার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

ট. গবেষণা কার্যক্রম: যে কোন গবেষণা সবসময় ভালো ফল নিয়ে আসে। আন্তঃগবেষণা প্রধান লক্ষ্য হলো অন্যের ধর্ম ও জাতি বা গোষ্ঠী সম্পর্কে জানা ও অন্য ধর্মের ভালো বিষয়গুলো গ্রহণ এবং সম্মান দেখানো। যত বেশী জানবে তত বেশী বলতে পারবে এবং ততবেশি ভ্রান্ত ও ভুল ধারণাগুলো কেটে যাবে জীবন হতে।

উপসংহার: 'জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে, সে জাতির নাম মানব জাতি' - কবির এ কথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে বরিশালের আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃমাণ্ডলিক মানুষ সাম্প্রদায়িকতা বাদ দিয়ে সম্প্রীতি গড়ে তুলেছে। সম্প্রীতির সুফলের কারণে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের, ধান-নদী-খাল এই তিনের বরিশাল, বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, মণ্ডলী ও ভাষার মানুষ সহাবস্থান হলেও, তাদের মধ্যে আছে ভ্রাতৃত্ববোধ, পারস্পরিক আদান-প্রদান ও সহযোগিতা। নিজের ধর্মের প্রতি যেমন বিশ্বাসে দৃঢ়, তেমনি অন্যের ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ নয় বরং শ্রদ্ধাবোধ ও ভালোবাসা নিয়ে অনেক দিন ধরে তারা বসবাস করছে। এখানে আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃমণ্ডলীয় সহ-অবস্থান হলেও তাদের মধ্যে মিলন, ভ্রাতৃত্ববোধ, পরস্পরিক ভালোবাসা, সহযোগিতা এবং পরস্পরের বিপদে আপদে পাশে থাকা সম্প্রীতির এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। বাংলাদেশের সকল অঞ্চলের মানুষের কাছে সম্প্রীতি একটি মডেল হিসেবে পরিগণিত হবে। "মানুষেরে ঘৃণা করি ও কারা কোরান, বেদ, ত্রীপট, বাইবেল চুম্বিছে মরি মরি ও মুখ হইতে কেতাব-গ্রন্থ নাও জোর করে কেড়ে, যাহারা আনিল গ্রন্থ-কেতাব সেই মানুসেরে মেরে, পূজিছে গ্রন্থ ভণ্ডের দল! মূর্খরা সব শোনো, মানুষ এনেছে গ্রন্থ; গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোনো।"-কাজী নজরুল ইসলাম।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: প্রতিবেশী 'ভ্রাতৃত্বে সম্প্রীতি' সংখ্যা ১৮, ২৩-২৯ মে,২০২১ খ্রিস্টাব্দ, স্বরণিকা: 'পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ মজেস এম, কস্তা, সিএসসি, ২৭ মে, ২০১১ খ্রিস্টাব্দ, 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় সকলের সম্মিলিত প্রয়াস' জেমস্ গোমেজ, আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস চট্টগ্রাম, 'উদয়ন দর্পণ-ধর্মের দৃষ্টিতে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, ফিরোজ আহমদ, সহকারি শিক্ষক, উদয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বরিশাল এবং ওয়েবসাইট ও ইন্টারনেট।

সম্প্রীতির তাৎপর্য

সিস্টার রেবা ভেরোনিকা ডি'কস্তা আরএনডিএম

মাণ্ডলীক উপাসনায় আমরা পুরুত্থান কালের পরিসমাপ্তিতে পঞ্চাশত্তমীর পর্ব উদ্‌যাপন করি। এই দিনে পবিত্র আত্মাকে পেয়ে তার দান ও ফল লাভ করেছি। একই সাথে এক গুরুদায়িত্ব নিয়ে প্রেরিত হয়েছি, পরম পবিত্র ত্রিত্বের মিশন কাজে অংশী হতে। পবিত্র ত্রিত্বের মিশন কাজ হলো সেই সত্যময় আত্মায় আবিষ্ট ও চালিত হয়ে পিতা এবং পুত্রের ইচ্ছানুসারে জীবন যাপন করা। প্রভু যিশু খুব স্পষ্টভাবে বলেছেন, যা কিছু পিতার, তা সবই আমার, তা-ই তুলে নিয়ে তিনি তোমাদের বলে দেবেন" *(যোহন ১৬:১৫)*। পবিত্র আত্মা যা কিছু বলে দেবেন, তা শোনা এবং শোনার জন্য গভীর মনোযোগী হওয়া। ত্রিত্বের সাথে সংলাপে ও সম্পর্কের গভীরতায় পৌঁছে যাওয়া এক অবিরাম সাধনা। পঞ্চাশত্তমী ও পবিত্র ত্রিত্বের পর্বোৎসবের মাঝামাঝি সময়ে মণ্ডলী উদ্‌যাপন করছে সম্প্রীতি দিবস। এর তাৎপর্য সুদূর-প্রসারী। বহু জাতি, বহু ভাষাভাষীর মিলনক্ষেত্র। মা মারীয়া তার পুত্রের এগারজন শিষ্যদের নিজ আঁচলে ঘিরে রেখেছিলেন একেবারে মায়ের যত্নে। আর সেই আবদ্ধ ঘরে পবিত্র আত্মা অধিষ্ঠিত হলেন তাদের সকলের উপর। এমনিভাবে সম্প্রীতির লক্ষ্যে খ্রিস্টবিশ্বাসীদের বিশ্বাসমন্ত্রের জীবন ক্ষেত্রগুলো পবিত্র আত্মা নিজেই প্রকাশ করেন।

সম্প্রীতি বর্তমান বিশ্বের ও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত জরুরী ও প্রযোজ্য। স্বাভাবিকভাবে সম্প্রীতি বা সংহতি বলতে বুঝি কোন মানুষের সাথে একাত্মবোধ করা। শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রাকৃতিক, পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির কবলে নির্যাতিতদের কষ্টে সহানুভূতি প্রকাশ করা, তার অনুভূতি অনুভব করার সক্ষমতা রাখা ও প্রকাশ করাই সম্প্রীতি। বিশ্বাসী হৃদয়বান ব্যক্তি অপ্রীতিকর পরিস্থিতির স্বীকার কোন ব্যক্তির পাশে দাঁড়ানোর জন্য, সংলাপ চালিয়ে নেওয়ার জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্র বা পথ খোঁজে। আমরা এমনই একটি সমাজে বাস করছি যা দ্বিমুখগামী। একদিকে ধর্মাচার অন্যদিকে মিথ্যাচার, একদিকে মান-সম্মান নিয়ে বাঁচার তাগিদ অন্যদিকে মনের সংকীর্ণতা, একদিকে সংলাপ সম্প্রীতি অন্যদিকে নিজের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করার প্রতিযোগিতা। এই কঠিন বাস্তবতার মধ্যে একটি সেতুবন্ধন তৈরী করার লক্ষ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চলছে। যেন প্রতিটি ধর্মের প্রত্যেক মানুষ তার ধর্মীয় মূল্যবোধকে ধারণ করতে পারে। যেন প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিম্নতর স্বভাবের আক্রমণাত্মক মনোভাব ও আচরণ বর্জন করে সহাবস্থান ও শান্তি স্থাপন করতে পারে।

সংলাপের কয়েকটি পদ্ধতি অনুসরণীয়, যেমন প্রথমেই দরকার আসন বা বসার পরিবেশ, সেই আসন হতে পারে মাটির মেঝেতে, পাটিতে, ছোট্ট পিঁড়িতে, স্টুলে, বেঞ্চে, চেয়ারে বা সোফায়। আসনের আকার বিভিন্ন হতে পারে কিন্তু তার লক্ষ্য এক, আসনের মধ্যে থাকে স্বাগতিক পক্ষের আন্তরিকতা। আসনের দু'টো দিক রয়েছে। এই আসন শুধু পার্থিব নয়। একটি আভ্যন্তরীণ আসনের ব্যাপারও রয়েছে। সেটা হল যাকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে, তার জন্য হৃদয়েও একটি আসন প্রস্তুত রাখতে হয়। গ্রহণীয় মনোভাবের আসন। সংলাপে এই দুই আসন

অত্যন্ত জরুরী। যিশু কুয়োর ধারে এসে বসলেন। সেখানে সামরীয় নারী জল তুলতে আসে। তার নিজস্ব পরিচিত জায়গা। তারা মুখোমুখি হয়। (গ্রীক ভাষায়) "ডস মই পিয়ে", "আমাকে একটু জল দাও" *(যোহন ৪:৬-৭)*। খুব সাধারণ পার্থিব বিষয় "একটু জল চাওয়া" থেকে তাদের আলাপচারিতা কত গভীরে প্রবেশ করেছে। তারা সামাজিক আইন কানুন (ইহুদী ও সমরীয়দের সামাজিক বৈষম্য), ধর্মীয় অনুশীলন (যেরুসালেম ও পর্বতের উপর উপাসনা), আধ্যাত্মিক সাধনা ও আরাধনা (আত্মা ও সত্যের স্মরণে উপাসনা) *(যোহন ৪:৯-২৬)* এসবের গভীর অর্থ নিয়ে সংলাপ চালিয়ে নিজ নিজ আত্মপরিচয় দিয়েছে। তারপর বাণী প্রচার (এসো, তোমরা দেখে যাও) *(যোহন ৪:২৮-২৯)*। সংলাপের এই যে ধারাবাহিকতা, এর মধ্যে ছিল গভীর শোনার মনোভাব। সংলাপে আরো দুটো দিক রয়েছে - সততার সাথে গভীর সহভাগিতা করা এবং ধৈর্য সহকারে শোনা। মতামতের আদান প্রদান। সেখানে ছিল বিভিন্ন মত, কিন্তু মতের মধ্যে বুঝাবুঝি ছিল। আসন গ্রহণ করার পর অন্যকে বিচার না করা, দোষারোপ না করা, বা সংলাপের চেইন ছিঁড়ে না ফেলা। আক্রমণ করা বা নিজেকে খুব বড় করার কোন অভিপ্রায় ছিল না। মতঐক্যের ও মতানৈক্যের তফাৎ বুঝে সংলাপ চালিয়ে যাওয়া শুধুমাত্র সুস্থমস্তিকে সম্ভব। সাধারণ জলের তৃষ্ণা হয়ে উঠেছিল জীবন জলের উৎস *(যোহন ৪:১৪-১৫)*। প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিস তাঁর জীবদ্দশায় খুব আন্তরিকতার সাথে যুবসমাজ ও বিশ্ববাসীকে স্মরণ করিয়ে গিয়েছেন যেন আমরা শুনি, কান পেতে শুনি। তিনি বলেছেন, আমাদের খুব বেশী বেশী শুনতে হবে। সংলাপে এই শোনার ক্ষেত্র বৈচিত্র্যময়। যেমন-

পরিবারের যত্নে পরস্পরের কথা শোনা

প্রয়াত ফাদার রিগন মারিনোর রবীন্দ্রনাথ ও নারী বই হতে কিছু চিন্তা সহভাগিতা করছি- "আমরা মায়ের গর্ভে, মায়ের কাছ থেকে রক্ত-মাংস, শরীর পেয়েছি। জন্মের পরে মায়ের কাছ থেকে কি কি চেয়েছি? নবজাত শিশু জননীর কাছে কি খোঁজে? মায়ের স্তন। মা শিশুকে কি দেয়? শিশু দুধ চায়, কিন্তু দুধের সঙ্গে স্নেহ, ভালোবাসাও চায়।" তিনি আরো বলেন, "যেমন ভাত ও ভালোবাসা দু'টো অভিন্ন স্বরূপ। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে জীবনে কাকে প্রথম স্থান দেবে? ভাত না ভালোবাসা? আমরা মাঝে মাঝে মনে করি ভালবাসা। আবার মাঝে মাঝে মনে করি ভাত। ভাত ও ভালোবাসা পেয়ে ধীরে ধীরে মানুষ হবার পথে এগিয়ে যাই।" পরিবারের পিতামাতা, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, বৃহত্তর সমাজ গঠন করে। শারীরিক যত্ন, মনস্তাত্ত্বিক সাহায্য, আধ্যাত্মিক সাধনা, পারিবারিক বন্ধন সংহতির কেন্দ্রে। প্রত্যেক নর-নারী তার অভ্যন্তরীণ উৎসকে পবিত্র ত্রিত্বের একত্বে ও প্রেমে ঐশরিকতার সাথে যোগাযোগের অভিজ্ঞতায় লাভ করে। সৃজনশীলভাবে তার প্রকৃত এবং আধ্যাত্মিকতার অপরিহার্য সৌন্দর্য এবং সম্পূর্ণতা প্রকাশ করে। পরিবারেই জীবন অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়া, সহভাগিতা করা, পারস্পরিক জীবন যাপন, বুঝাবুঝি, দায়িত্ব পালনের দক্ষতা অর্জন করে। পরিবারেই সম্প্রীতির গোড়াপত্তন।

বিশ্ব মায়ের যত্নে সংহতির সম্পৃক্ততা

প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিস তার "লাওদাতো সি" পত্রে বিশ্ব মায়ের (মাদার আর্থ) এর যত্ন নেওয়ার জন্য সমগ্র বিশ্বকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। নারী, শিশু এবং যুবাদের সজীব ও ক্ষমতায়িত করতে এবং বিশ্ব মায়ের যত্ন নেওয়ার জন্য, পৃথিবী মায়ের শক্তি অনুভব করার জন্য, দরিদ্রদের আর্তনাদ শোনার, এবং সাড়া দেওয়ার জন্য গভীর শিকড়যুক্ত

চেতনা জাগানোর নতুন প্রেরণা ও শিক্ষা অপরিহার্য বলে মনে করেছেন। বর্তমান বিশ্বের দিকে তাকালে যে দুর্গতি লক্ষ্য করা যায় তা অত্যন্তই সংহতিবিরোধী এবং মানবসৃষ্ট কর্মকাণ্ড। সৃষ্টিকর্তা বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর পরম ভালোবাসায়। আর মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন একেবারে আপন প্রতিমূর্তিতে *(আদি পুস্তক ১ ও ২ অধ্যায়)*। সেই মানুষই আজ সভ্যতার কোন সীমান্তে পৌঁছেছে যে মানব মর্যাদা ও সভ্যতার শিখরে ওঠার তার আর বাকী কোন পথ নেই? তাই আধুনিকতার ছোঁয়ায় মানবজাতি খসে পরছে, ধ্বসে পরছে, পঁচে গিয়ে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। তারই লক্ষণ আমরা দেখি দেশে দেশে যুদ্ধের ধ্বংসলীলা, নিজদেশে হানাহানি, মারামারি, সর্বদাই অন্যকে ছোট করা, হেয় করা, চরম লোভ - সেটা অন্যের স্ত্রী, দ্রব্য বস্তু, সম্পত্তি, ক্ষমতা, পদমর্যাদা, প্রয়োজনে জীবন কেড়ে নেওয়া পর্যন্ত। এই ভঙ্গুর পৃথিবীতে নিরাময়ের ঐশরিক শক্তির সাক্ষী হয়ে প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে সেরাটি নিয়ে এসে যিনি শক্তি ধারণ করেন, তিনি অসীম বৈচিত্র সৃষ্টি করেন। তাই বিশ্ব মায়ের মাতৃভূমির অংশ হিসাবে শক্তিধর সৃষ্টিকর্তার শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে সম্প্রীতির কাজ চালিয়ে নিয়ে বিশ্বমায়ের যত্ন নেওয়ার অঙ্গীকার আমাদের করতেই হবে।

কাঠামোগত সংহতি একটি দক্ষতা: বিশ্বাসে জীবন যাপন করা নারী, শিশু ও যুবাদের ভবিষ্যত আশার আনন্দ। বিশ্ব মঞ্চে বিভিন্ন দিবস পালিত হয়। মাতৃদিবস, পিতৃদিবস, ধন্যবাদ দিবস, স্বাধীনতা দিবস, শ্রমিক দিবস, শিক্ষক দিবস, নারী দিবস, পবিত্র শিশু দিবস, মাতৃভাষা দিবস, যুব দিবস, দাদা-দাদী, নানা-নানী দিবস, উৎসর্গীকৃত দিবস, সম্প্রীতি দিবস। ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই পরিবার দিবস, শিক্ষার্থী দিবস, পরিবেশ দিবস, নীরবতা দিবসও পালিত হবে। প্রত্যেক দিবস নিজস্ব তাৎপর্য রাখে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সচেতনতাও নিয়ে আসে। অনেক দিবসই উৎসবে সীমাবদ্ধ থাকে। দিবসগুলির কাঠামোগত সংহতি বজায়ের জন্য সচেতন বিবেক তৈরী করার লক্ষ্যেই পালিত হয় বলে মনে করি। ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক অর্জন উদ্‌যাপন করে। দিবসগুলির ধারাবাহিকতা থাকলেই এর স্বার্থকতা। যেমন পরিবেশ, ধরিত্রীকে কিন্তু মায়ের সাথেই তুলনা করা হয়। ধরিত্রী মায়ের যত্ন নেওয়া ও প্রশংসা করার কথাও প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিস বলে গিয়েছেন। কাঠামোগত সংহতি রক্ষায় আমাদের দেশটি দ্রুত বিকাশের জন্য কাজ করছে। যুগে যুগে নেতাগণ যেভাবে চেষ্টা করছেন, সেভাবে নাগরিক দায়িত্ব নিয়ে আমাদের জাতি এবং তার জনগণকে সচেতন করে তুলতে, ব্যক্তিজীবন ও নাগরিক যত্নে অংশ নিতে শিক্ষা ও অন্তধ্যান অত্যন্ত জরুরী। দেশ ও বিশ্বজুড়ে আমাদের মানসিকতার শৃঙ্খলাবোধ, শহর নগরের অভ্যন্তরীন ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা, সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি এবং বাঙালির জাতিগত পরিচয় বাঁচানোর জন্য অপরিহার্য। প্রকৃতি ও নারীর মধ্যে গভীর মিল বা সংহতি রয়েছে। ফাদার রিগন আলোকপাত করেছেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের চিত্রা কাব্যের প্রথম কবিতায় মেয়েদের আত্মার, শরীরের পরিপক্কতা ও পবিত্রতা প্রকাশ করে। "পবিত্রতা আসলে আমাদের আলো দিয়ে উজ্জ্বল করে দেয়। অন্তর সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত করে। শিশুদের কাজ সকলের কাছে পবিত্রতা ও আনন্দ দান করা। তাই আনন্দময়ী তাদের নাম। আমাদের মনে রাখতে হয় যে, অন্তরে একটা সৌন্দর্য যা বাইরে প্রকাশ পায়। সে রূপ অন্তরের, ভক্তির অমরাবতীতে এসে দাঁড়ায়। সেখানে তাকে কোন সাজ করে আসতে হয় না, ভক্তির আপন সৌন্দর্যে সমস্তই কেমন সুন্দর হয়ে ওঠে।"

অবাক লাগে, কয়েক মাস আগেও রিক্সা, সিএনজিতে চড়ে শুনেছি বিগত সরকারের, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ। তারপর দেখেছি ছাত্র গণঅভ্যুত্থান। কত দাঙ্গা হাঙ্গামা, কত অমানবিক আচরণ। এখন বছর পার না হতেই আবার শুনি, পথে ঘাটে খেটে খাওয়া শ্রমিকদের মুখে, "আগেই ভাল ছিলাম। এখন আমাদের কষ্টের শেষ নেই। হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটেও কোন শান্তির মুখ দেখছি না। দেশটা যাও উঠছিল তা একেবারে রসাতলে যাচ্ছে।" কী করে আসবে শান্তি, স্বস্তি, সম্প্রীতি? সাধু মার্ক ১২:৩০-৩১ পদে লিখেছেন, দ্বিতীয়টি হল: তোমার প্রতিবেশিকে নিজের মতো ভালোবাস। আদর্শিক নৈতিক দর্শনের একটি উদাহরণ হল গোল্ডেন রুল *(মথি ৭:১২)*, যা বলে, "তোমরা লোকদের কাছে যেমন ব্যবহার আশা কর, তোমরাও তাদের প্রতি সেইমত ব্যবহার কর।" টেকসই আগামীর জন্য মানব মর্যাদা ও জেণ্ডার সমতাই আজ অগ্রগণ্য। কতই না সত্য কথা, নারী পুরুষ সহযাত্রী, সমমর্যাদা, সহমর্মীতায় বিশ্বমঞ্চে তীর্থযাত্রী। নারী নেতৃত্ব গ্রহণের নমনীয় মনোভাব কতটা লক্ষ্যণীয়?

এটা একান্তই সত্য কথা, সংহতি তার ডানার নীচে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে মানব জীবনকে রক্ষা করবে ও নিরাপদ আশ্রয় দিবে। একা আমি মরি, একসাথে মোরা গড়ি। সম্প্রীতি বহুর মধ্যে একতা, বহুকে নিয়েই উৎসব করা। যদি তাই করতে চাই, তবে প্রবক্তা মিখার কথামতো আমাদের ন্যায় বিচার করতে হবে, মমতাপূর্ণ ভালবাসায় সেবা করতে হবে, বিনম্রচিত্তে পরমেশ্বরের সাথে হাঁটতে হবে *(মিখা ৬:৮)*। যেমন প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিস তার সর্বশেষ পত্র "আশার তীর্থযাত্রী"তে বিশ্ববাসীকে অনুপ্রাণিত করেছেন এই সংকটময় বিশ্বে আমাদের উপস্থিতি যেন আশার আনন্দ জাগাতে পারে। মায়ের কাছে প্রতিটি সন্তানই সেই আশার আনন্দ। রবিঠাকুরের ভাষায়, "মায়ের প্রাণে তোমার লাগি জগৎ-মাতা রয়েছে জাগি"। মাতা ও জগৎ-মাতা একত্রে থাকিয়া ক্ষুদ্র শিশুটিকে লালন করিয়া তুলিতেছেন। কারণ তার সৌন্দর্য ও বিশ্বসৌন্দর্য যে একসূত্রে গ্রথিত। আসুন পবিত্র আত্মায় আবিষ্ট হয়ে পরম ত্রিত্বের একত্বে ও মিলন আবেশে শান্তি, সম্প্রীতি ও আনন্দের বিশ্ব সকলের জন্য রচনা করি।

আমি এক ক্লান্ত পথিক

অমিয় আগষ্টিন দালবৎ

আমি এক ক্লান্ত পথিক,
যার নেই কোন দিশা।
শুধু যেদিকে পথ যায়
আমিও সে স্রোতে ভেসে যায়।
শত মানুষের ভিড়ের মাঝে
আমি যে এক নিঃস্ব প্রাণী।
কত ব্যস্তই না সকলে
আর আমি নিরলস চেয়ে আছি পথের পানে।
শুধু ভাবছি জীবনের মানে কি?
তার লক্ষ্য ও গতি কী?
কেন জন্মেছি আমি,
আর কেনই বা মরব একদিন?
কিন্তু সবই বদলে গেল একদিন
যখন হল তার আগমন।
আমার রুক্ষ জীবনে
বয়ে গেল যেন বসন্তের ছোঁয়া,
জীবনের অর্থ যে ভালোবাসা
বুঝিয়ে দিল তা কাছে এসে।
যখনই ভেসে যাচ্ছিলাম স্রোতে,
বাড়িয়ে দিয়েছিল হাত।
যখনই দুঃখে কাতর ছিলাম,
দিয়েছিলে সান্ত্বনার ছোঁয়া।
এখন আমি রুক্ষ বৃক্ষ নই আর,
হয়ে উঠেছি সজীব এক বৃক্ষ।
তখন বুঝিনি কিন্তু এখন বুঝলাম
জীবনে ছিল তোমারই অভাব।
হৃদয়ে যে মন্দির ছিল শূন্য,
আজ তোমারই জন্য তা পূর্ণ।
আজ আমি নয় দিশাহারা,
কারণ হাতটি ধরে আছ তুমি পাশে।
সকল বিপদ গেছে চলে
কারণ আমায় ধরেছিলে তুমি আঁকড়ে
তাই আমি আর নই এক ক্লান্ত পথিক,
হয়েছি তোমারই ভালোবাসার প্রতীক।।

সম্প্রীতি ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ

এমরোজ গোমেজ

ভূমিকা: প্রতিটি প্রাণীই ঝামেলা বিহীন শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অবস্থান করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। সকল মানব সন্তানের প্রবল ইচ্ছা শান্তিতে বসবাস করা। মানুষ তার সকল প্রাপ্তি উপভোগ করতেও চায়। অন্যের ভালোবাসায় মিলেমিশে বাস করতে প্রত্যাশা করে। এটা তার জন্মগত ইচ্ছা। পরম সৃষ্টিকর্তা সকল ব্যবস্থা করেই পৃথিবীতে প্রাণীকূলকে পাঠিয়েছেন। তবে প্রাণীর মধ্যে মানুষকে শ্রেষ্ঠ করে এবং স্বাধীনতা ও বিবেক বুদ্ধি দিয়ে পাঠিয়েছেন। এই স্বাধীনতাই মানুষকে বিপদে ফেলেছে। মানুষ তার এই স্বাধীনতা স্বার্থপরতার সাথে ব্যবহার করে অন্য ভাই মানুষের অশান্তির কারণ হয়ে উঠেছে। মানুষের এ দুষ্ট স্বভাবই আজ পৃথিবীটাকে কেন যেন উলটপালট করে ফেলেছে। কিছু সংখ্যক মানুষ হয়ে উঠেছে স্বার্থপর, হয়েছে আত্ম অহংকারী, গড়ে তুলছে সম্পদের পাহাড়। নিজেকে গড়ে তুলছে প্রভাবশালী ব্যক্তিরূপে। আর প্রভাব খাঁটিয়ে তারা দুর্বল মানুষের সম্পদ লুটে নিয়ে সর্বশান্ত করে ফেলছে। দরিদ্র, দুর্বল মানুষদের বাক্‌রুদ্ধ করে ফেলছে। পূর্বে ধনী মানুষ ছিল, জমিদার ছিল কিন্তু দরিদ্র, অসহায় সাধারণ মানুষ অনেকটা শান্তিতে ছিল। বর্তমানে যারা ধনী তথা সম্পদশালী তাদের নাম হল প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। তাদের ক্ষমতা অনেক, তারা প্রভাব খাঁটিয়ে প্রশাসনকেও আয়ত্বে রাখার ক্ষমতা রাখে এবং যা চায় তা করতে সক্ষম। এই তথাকথিত প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ সমাজের মানুষগুলোকে জিম্মি করে ফেলেছে। যুব সমাজকে তাদের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করছে। এক অশান্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি করে ফেলেছে। ফলে মানুষ মানুষের মধ্যে বিভেদ-বিবাদ সৃষ্টি হয়েছে। বিবাদ শুধু সমাজেই নয় পরিবারেও বিদ্যমান। আর বর্তমান এই স্বার্থপরতার কারণে উঁচু-নিচু, জাতি-বিজাতি, দেশী-বিদেশী, কালোমানুষ-সাদামানুষ, ধনী-দরিদ্র, নোম-শুদ্র, শ্রমিক-মালিক, শিক্ষিত-অশিক্ষিত ইত্যোকার ভাবে মানুষকে বিভাজন করে, কে কাকে নমিত করতে পারে তারই প্রতিযোগিতায় নেমেছে কতিপয় স্বার্থান্বেষী মানুষ। মানুষ কিন্তু একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। মানুষ একা বাস করতে পারে না। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে একা চলা যায় না। স্বার্থপর মানুষগুলো এ অপ্রিয় সত্য কথাটা ভুলে যায়। সাধারণ মানুষ অন্যায্যতার স্বীকার হয়ে পদে পদে বঞ্চিত হচ্ছে তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে। সংগত কারণেই সমাজ আজ সম্প্রীতির অভাব বোধ করছে। আর এসকল ঘটছে সম্প্রীতির অভাবে।

বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা সম্প্রীতির ভিত্তি: সম + প্রীতি = সম্প্রীতি। 'সম' অর্থ সমান, প্রীতি অর্থ প্রেম বা ভালোবাসা, বন্ধুত্ব। অর্থাৎ দু'য়ের মধ্যে সমান প্রীতি, প্রেম বা ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব। সম্প্রীতি বলতে প্রীতিময় বা প্রীতিকর পরিস্থিতি বুঝি অর্থাৎ যে সমাজে সকল মানুষ

সহাবস্থানে বাস করে, একে অন্যের উপর শ্রদ্ধাশীল ও প্রীতিভাজন। অন্যের প্রতি সহনশীল ও অহিংসা নীতিতে বিশ্বাস করে। অপরের সুখ-দুঃখে সহভাগি হয়। বিপদে সাড়া দেয়। এই অবস্থানই প্রতিটি মানুষের কাম্য। আর এটাই হল সম্প্রীতি। ধর্ম আমাদের সেই শিক্ষা ও প্রেরণা দেয়। পরম বিধাতা মানুষ সৃষ্টি করেছেন একে অন্যের কল্যাণ সাধন করতে। ধর্ম আমাদের একে অন্যকে ভালবাসতে ও দায়িত্ব নিতে প্রেরণা দেয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাস্তবে তার বিপরীত চিত্র আমাদের সামনে পরিলক্ষিত হচ্ছে। ধর্মের অমিয় বাণী যদি কানে না যায়, যদি তা হৃদয়াঙ্গম না হয় কি করে তা বাস্তবায়িত হবে? অনেক নীতিকথা বলা যাবে, কিন্তু মানব কল্যাণ হবে না। এক অশান্ত ও অস্থির পরিস্থিতিতে মানুষ এখন দিন অতিবাহিত করছে। শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের পূর্বশর্ত হল সম্প্রীতি। এর বিকল্প কোন রাস্তা আছে বলে আমার জানা নাই। যদিও সম্প্রীতি নামক শব্দটি এখন কারারুদ্ধ। তাকে কারামুক্ত করাই হবে আমাদের কাজ।

সহনশীল মনোভাবই সম্প্রীতি স্থাপনে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে: সহনশীল, সমমনা ও বন্ধুতপূর্ণ মনোভাব থেকেই সম্প্রীতি সৃষ্টি। মানুষ যখন সহনশীল হয় তখন সে ভালোবাসাপূর্ণ মানুষ হয়। একমাত্র ভালোবাসার মানুষই ভাল বাসনার মানুষ রূপে রূপায়িত হয়। তখন সেই মানুষই পারে ভাই মানুষের দুঃখ-কষ্ট, আনন্দ-বেদনায় শরীক হতে; আর তখনি প্রীতিময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ব্যক্তি মানুষ হয়ে উঠে আপন মানুষ। তখন আমরা উপলব্ধি করব শান্তি আর বিরাজ করবে প্রীতিময় পরিবেশ, থাকবে না হানাহানি, ক্ষমতার অপব্যবহার, প্রভাব খাটানোর দাপট আর প্রয়োজন হবে না। সকলেই তাদের স্ব স্ব অবস্থানে থেকে একে অন্যকে ভাই বোন হিসাবে পরিগনিত হবে। সহনশীল মনোভাবই সম্প্রীতি সহায়ক।

ধর্ম আমাদের সম্প্রীতির দিকে ধাবিত করে: প্রতিটি ধর্ম আমাদের সহনশীল, ধৈর্যশীল, ক্ষমাশীল, ত্যাগস্বীকার ও শান্ত থাকার শিক্ষা ও প্রেরণা দেয়। সমাজে বাস করতে হলে ভুল হবে, অনেক সময় কারও আচরণ অন্য মানুষের মনোকষ্টের কারণ হতে পারে, ব্যবহার মনোপূত নাও হতে পারে। অনেক সময় বিভিন্ন পরিস্থিতির কারণে ব্যক্তির আচরনের তারতম্য হতে পারে। পরিস্থিতি বিবেচনা না করেই যদি তাকে ভর্ৎসনা বা তিরস্কার করা হয় বা তাকে নির্যাতন করা হয় তখনই শান্তি বিঘ্নিত হয়। সম্প্রীতি হয়ে যায় কারারুদ্ধ। শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিনষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু যখন আমাদের ভালোবাসার মন থাকে তখন ক্ষমা প্রদর্শন সহজ হয়ে যায়। তখন ভাই মানুষের দোষ খুঁজে পাওয়া যায় না। আর ভুলত্রুটিও ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখা যায়। প্রতিহিংসা তার মনের মধ্যে জাগরিত হয় না। প্রতিটি ধর্ম আমাদের সেই শিক্ষাই দেয়। তাই যিশু বলেন " পরস্পর ভালোবাসার আশ্রয়ে থেকো" আপন প্রতিবেশিকে নিজের মত ভালোবাস" *(মথি ২২:৩৯)*। প্রতিবেশি কে? তার উত্তরে যিশু দয়ালু সামারীয়ার উদাহরণ আমাদের মাঝে তুলে ধরেন। তা হল প্রতিবেশি বলতে যখন যে আমার পাশে আছে। পরিবারে যতক্ষণ থাকি তখন পরিবারের লোক,পাশের বাড়ির মানুষ যারা আছে, সমাজে যাদের সাথে বসবাস ও পথ

চলছি তারাও আমাদের প্রতিবেশি। কোন বিভেদ ছাড়াই তাদের প্রয়োজনে সাড়া দান দেয়াই প্রতিবেশি প্রেম। প্রতিবেশি প্রেমই সম্প্রীতির বহিঃপ্রকাশ। বাস্তবতার দৃষ্টিতে দেখব আমরা সংখ্যা লঘু যারা আমাদের চার পাশে অন্য ধর্মের মানুষ বসবাস করছে, যাদের সাথে আমরা প্রতিনিয়ত পথ চলছি, তাদের সাথে মিলে মিশে থাকাটা খুবই জরুরী। অন্যথায় অনেক সমস্যা হতে পারে। জীবনে ভাল থাকতে নিরাপদে থাকতে প্রতিবেশির সাথে সুসম্পর্কের বিকল্প নাই। একজন ঈশ্বরভীতি, সৃষ্টিকর্তা ভয় করা মানুষ কোনদিনও অন্যের ক্ষতি করতে পারে না। তার মনে সর্বদা জনমঙ্গলের সুর বাজে। নিজের ক্ষতি হবে কিন্তু অন্যের ক্ষতি হতে দেবে না।

আমরা খ্রিস্টীয় সমাজে কয়জনই বা মানুষ আছি? আমাদের প্রতিনিয়ত সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সাথে পথ চলতে হয়। আমরা সকলের সাথে সুসম্পর্ক গড়েছি বিধায় আজ আমরা সকলের সহযোগিতায় শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করছি। আমরা তাদের ভাই-বোন ভাবছি তার ও আমাদের আপন বলে গ্রহণ করে নেয়। তারা আমাদের বিপদে এগিয়ে আসে। ইসলাম ধর্মে উল্লেখ আছে" বিজাতি মানুষের নিরাপত্তা বিধান করা প্রতিটি মুসলমানের দায়িত্ব। বিধর্মীদের প্রতি সহনশীল হতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মে বলা হয়েছে- অহিংসা পরম ধর্ম। সকল মানুষের শান্তি কামনা করাই হল ধর্মের মূল মন্ত্র। সনাতন ধর্মে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন "জীবে প্রেম করে যেজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর" ইসলাম শব্দের অর্থ হল "ISLAM- I shall love all mankind- অর্থাৎ ইসলাম সকল মানুষকে ভালোবাসতে ও দায়িত্বশীল হতে আহ্বান করে। কাজেই প্রতিটি ধর্ম মানুষকে ভালোবাসতে ও দায়িত্ব গ্রহণের তাগিদ দেয়।

সংলাপ হল সম্পর্কের পূর্বশর্ত: সংলাপ হল পরস্পর পরস্পরের সাথে কথোপকথন। মানুষের সাথে সৃষ্টিকর্তার প্রার্থনা। মানুষের সাথে মানুষের প্রতিদিনের পরস্পরের প্রয়োজনে যে সকল কথাবার্তা সংঘটিত হয় এটাই সংলাপ। আমরা যখন পরিবারে থাকি তখন পরিবারের সদস্যদের সাথে আলাপচারিতা হয়। এইভাবে বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন জনের সাথে, বিভিন্ন সমাজের ও বিভিন্ন দেশের মানুষের সাথে পরস্পর পরস্পরের সাথে আলোচনা, সমালোচনা ও পর্যালোচনা হয়। আর এটা হল সংলাপ। যখন এ আলোচনা নিজেদের মধ্যে ও নিজ সমাজে হয় তখন পর্যন্ত বলি সংলাপ। আলোচনার পরিধি যখন বৃহৎ পরিসরে হয় অন্য মণ্ডলীর ভাই মানুষের সাথে হয় তখন আন্তঃমাণ্ডলীক সংলাপ এবং তা যখন অন্য ধর্মের মানুষের সাথে হয় তখনই হয় আন্তঃধর্মীয় সংলাপ। যদি ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সুসম্পর্ক না থাকে তবে সংলাপ হবে না। আন্তরিক যোগাযোগই সংলাপের স্বার্থকতা। একে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়াই সংলাপের পূর্ব শর্ত। যার সাথে সংলাপ হবে তাকে, তার সামাজিক ব্যবস্থার ও ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হয়।

সম্প্রীতি স্থাপনে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ: সম্প্রীতি সমাজ গড়তে আন্তঃধর্মীয় সংলাপের ভূমিকা অপরিসীম। মানুষ হিসাবে বৈচিত্র্যতা থাকতে পারে কিন্তু সকলের রক্ত লাল। সৃষ্টিকর্তা হলেন একজন তবে ডাকছি তাকে বিভিন্ন নামে। প্রার্থনা ও উপাসনা পদ্ধতি ভিন্ন। সকল ধর্মের মূল কথা প্রায় একই, তা হল সৃষ্টিকর্তা একজন। তাহলে কেন আমরা বিবাদে জড়িয়ে পড়ি? আমরা যদি যার যার ধর্মের মূল বাণী বা শিক্ষা অনুশাসন ধ্যান করে স্ব স্ব ধর্মের প্রবর্তককে অনুসরন করতে পারি তখনই আমরা হয়ে উঠতে পারি সেই ধর্মের মানুষ। যেমন খ্রিস্ট বিশ্বাসীগণ যদি খ্রিস্ট যিশুর জীবন ধ্যান ও অনুসরণ করতে চেষ্টা করে। ইসলাম ধর্মের মানুষ যদি বিশ্ব নবী হযরত মুহম্মদের জীবন অনুসারে জীবন যাপন করতে চেষ্টা করে। বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীগণ যদি গৌতম বুদ্ধের জীবন অনুসরণ করে। তেমনি ভাবে সনাতন ধর্মের অনুসারীগণ যদি তার ধর্মীয় প্রবর্তক বা মণীষীদের জীবন ও ধর্মীয় অনুশাসন অনুসরণ করে। তাহলেই সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রতিটি ধর্মের প্রবর্তকগণ তাদের জীবদ্দশায় সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন সকলের মঙ্গল সাধনে। এই নীতি যদি আমরা অনুশীলন করি তাহলে সমাজে কোন ভেদাভেদ থাকবে না। আমরা ধর্ম অনুশীলন করব মসজিদে, মন্দিরে, পেগোডায়, গির্জা ঘরে ও উপাসনালয়ে। আর সামাজিক প্রয়োজনীয় সকল কাজ করতে হবে একসাথে এবং একে অন্যের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে হবে। এই মনোভাব সৃষ্টি হলেই আমরা বুঝতে পারব যে, সম্প্রীতির সমাজে আমরা বসবাস করছি। যিশু সর্বদাই সর্বজনীন ছিলেন। আমরা তাঁকে অনুসরণ করি বিধায় আমরা খ্রিস্টান। তেমনি খ্রিস্টানগণও সর্বজনীন। মহামান্য পুণ্যপিতা পোপ থেকে শুরু করে একটি ধর্মপল্লীর পুরোহিতগণও সার্বজনীন। যদি আমরা জনমঙ্গল বিষয়টি নিয়ে একমত হতে পারি, তাহলে আমাদের মধ্যে ধর্ম নিয়ে কোন ভেদাভেদ সৃষ্টি হবে না। তা হল আমার ধর্ম আমার নিকট বড় তবে অন্যের ধর্ম ছোট নয়। ধর্ম বিষয় বিতর্ক থেকে বিরত থাকতে পারলেই আমাদের সমাজে ধর্ম নিয়ে আর কোন বাড়াবাড়ি হবে না। সম্প্রীতির ভাষা হবে মানবিক ও ভালোবাসাপূর্ণ হৃদয়ে অন্য ধর্মের, বর্ণের, সংস্কৃতির মানুষকে ভাই-বোন হিসাবে গ্রহণ করা।

সংলাপের জন্য সহজ কিছু বার্তা আমাদের চিন্তায় বা বিবেচনায় থাকা প্রয়োজন। এছাড়া অন্য ধর্ম বা মণ্ডলীর মানুষের সাথে সংলাপের সময় কতিপয় বিষয় সতর্ক থাকা আবশ্যক। মনে রাখা প্রয়োজন ধর্ম হল বিশ্বাসের ব্যাপার যা আমরা জীবনে সূচনা থেকে বংশানুক্রমে অনুশীলন করে আসছি। বিষয়টি আমাদের জীবনাচরণের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে।

সম্প্রীতিময় সমাজ স্থাপনে আমাদের করণীয়:

- সকল মানুষ ও ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে আলাপচারিতা করা।
- সকল ধর্মের মানুষ যখন প্রার্থনা/নামাজ পড়ে/পূজো করে- তখন তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।
- যে সমস্ত বিষয় স্পর্শকাতর তা আলোচনায় না আনা এবং তাতে অংশগ্রহণ না করা।
- ভুল তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত না করে আলোচনায় অংশগ্রহণ করা।
- "অন্যের নিকট হতে তুমি যে ব্যবহার প্রত্যাশা কর তেমনি তার প্রতি কর" লুক ৬ঃ৩১ পদ. এ নীতি অনুসরণ করা।
- সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক সৃষ্ট সকল মানুষ ভাই - বোন হিসাবে সুসম্পর্ক স্থাপন ।
- হিংসা বা প্রতিহিংসা নয় বরং ক্ষমা ও ভালোবাসাপূর্ণ মনোভাব ও কাজ করা।
- সমাজে পিছিয়ে পড়া দরিদ্র মানুষগুলো যেন তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে সে জন্য ভূমিকা নিতে হবে।

উপসংহার: শান্তি প্রতিটি মানুষ প্রত্যাশা করে। কিন্তু বর্তমান স্বার্থপর জগতে সম্প্রীতি বজায় রাখা কঠিন। কতিপয় স্বার্থপর মানুষের স্বার্থপর আচরণের কারণে আজ সিংহভাগ মানুষ কষ্ট পাচ্ছে। স্বার্থপর মনোভাবী মানুষগুলোকে পরিবর্তন ঘটিয়ে সমাজ পরিবর্তন করা এখন সময়ের দাবি। কাজটি করা অতিব কঠিন। কিন্তু করতে হবে। স্ব স্ব ধর্মীয় শিক্ষা ও অনুশাসন মেনে উদ্বুদ্ধ করা ও বিভিন্ন হিতকর কাজে মানুষকে সম্পৃক্ত করা। এসকল মানুষের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করাসহ সার্বিক কৌশলে তাদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে সুসম্পর্ক সমাজে সম্প্রীতি স্থাপন করা সম্ভব। অন্য সমাজের ও ধর্মের মানুষের সাথে যোগাযোগ স্থাপন, তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে একসাথে বসবাস ও একসাথে পথ চলার মাধ্যমে সমাজে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করা যেতে পারে। আর এভাবেই শান্তির সমাজ গঠন হবে।

পঞ্চাশত্তমী পর্ব হাতেখড়ি দিবস

তেরেজা সোমা ডি' কস্তা

হাতেখড়ি শব্দটি আমরা শুধুমাত্র শুনেছি কিংবা বইতে পড়েছি। আমাদের দেশে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে হাতেখড়ি নিয়ে বিশেষ কোন আয়োজন নেই। সাধারণত আমরা হাতেখড়ি নেই মায়ের কাছ থেকে। শিশুকালে মা-ই আমাদের অক্ষরজ্ঞান দিয়ে থাকেন। তবে জেনে অবাক হবেন যে, বিভিন্ন ধর্মে হাতেখড়ি নিয়ে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রথা বা রীতি প্রচলিত আছে।

শ্রীলঙ্কায় পঞ্চাশত্তমী বা পবিত্র আত্মার পর্বের দিন শিশুদের হাতেখড়ি দেয়ার প্রচলন রয়েছে। কেন এই বিশেষ দিনে হাতেখড়ি দেয়া হয় সে বিষয়ে বিস্তারিত জানবো। তার আগে আসুন জেনে নেই হাতেখড়ি কী? আর কোন কোন ধর্মে কিভাবে শিশুদের হাতেখড়ি দেয়া হয়।

খড়ি বলতে বুঝায় লেখার চক। সুতরাং হাতেখড়ি শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, শিশু বা নতুন শিক্ষার্থীর হাতেখড়ি অর্থাৎ চক দিয়ে লিখতে শেখানোর অনুষ্ঠান বিশেষ। আগের দিনে স্লেটের উপর চক দিয়ে অ, আ, ক, খ লিখে শিশুদের লেখাপড়া শেখানোর সূচনা হতো। তবে বর্তমানে স্লেটের ব্যবহার না থাকায় কাগজ-পেন্সিলেই হাতেখড়ি হয়ে থাকে।

আমাদের দেশে মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে হাতেখড়ি নিয়ে বিশেষ কোন আয়োজন না থাকলেও শ্রীলঙ্কার মুসলিমরা এই ব্যাপারে বিশেষ রীতি পালন করে। এখানকার মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা হিজরী বর্ষের প্রথম মাসে অর্থাৎ মহররম মাসের যে কোনদিন শিশুদের হাতেখড়ি দিয়ে থাকে। সাধারণত মসজিদের ইমাম কিংবা সমাজের উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে হাতে খড়ি দেয়া হয়। এদিন বাড়িতে অতিথি আপ্যায়নের মাধ্যমে উৎসব করা হয়।

তবে সারা বিশ্বজুড়ে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা ভাবগাম্ভীর্য ও জাঁকজমকের সাথে এই উৎসব পালন করে। হিন্দুরা মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে সরস্বতী পূজার আয়োজন করে থাকে। বিদ্যা ও সঙ্গীতের দেবী সরস্বতী। এজন্য সরস্বতী পূজার দিন সরস্বতী প্রতিমার সামনে পুরোহিতের দ্বারা হিন্দু ভাইবোনেরা তাদের সন্তানদের হাতে খড়ি দিয়ে থাকেন।

অপরদিকে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা সন্তানের জন্মতিথি ও জন্মকুণ্ডলী বিশ্লেষণ করে বিশেষ শুভলগ্নে বৌদ্ধ ভিক্ষু, সমাজের বিজ্ঞব্যক্তি অথবা মা-বাবার দ্বারা হাতেখড়ি দিয়ে থাকে। এদিন অনেক পরিবারে আত্মীয় স্বজনদের নিমন্ত্রণ করে বিশেষ অনুষ্ঠান ও ভোজের ব্যবস্থা করা হয়। শ্রীলঙ্কার খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা পঞ্চাশত্তমী পর্বের দিন আনুষ্ঠানিকভাবে অত্যন্ত ভক্তি, বিশ্বাস ও উৎসবের সাথে শিশুদের হাতেখড়ি দেয়। বিশেষ এই দিনটি বেছে নেয়ার কারণ হচ্ছে- যিশু তার শিষ্যদের বলেছেন, "কিন্তু সেই সহায়ক, সেই পবিত্র আত্মা, যাঁকে পিতা আমার নামে পাঠাবেন, তিনি তোমাদের সব-কিছুই শিখিয়ে দেবেন এবং যা-কিছু আমি তোমাদের বলে গেলাম, সে-সমস্তই তিনি তোমাদের মনে করিয়েও দেবেন।" *(যোহন ১৪:২৬)*

পবিত্র আত্মা আমাদের দেন প্রজ্ঞা, বুদ্ধি, বিবেক, মনোবল, জ্ঞানসহ ৭টি দান এবং ১২টি ফল। পবিত্র আত্মা আমাদের ভালো-মন্দ, সঠিক-ভুল, সত্য-মিথ্যা বিচার করার শক্তি দান করেন। আমাদের জীবনের অন্ধকার দূর করে আলোকিত করেন, বুদ্ধিদীপ্ত করেন এবং ঐশ জীবনশক্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে নতুন মানুষ হয়ে ওঠার প্রেরণা দেন। আমাদের জীবনের যে কোন কাজে পবিত্র আত্মা আমাদের সহায়ক হিসেবে কাজ করেন। অন্যদিকে লেখাপড়া শেখার মাধ্যমে আমরা জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করি, আমাদের মধ্যে বিভিন্ন মূল্যবোধ গড়ে ওঠে এবং ব্যক্তির অন্তর্নিহিত গুণাবলীর বিকাশ ঘটে। আর সেই শিক্ষাযাত্রার প্রক্রিয়াকে পরিচালনা করেন স্বয়ং পবিত্র আত্মা।

অপরদিকে প্রভু যিশু তার প্রচারকার্য শুরু করার আগে দীক্ষাগুরু যোহনের হাতে দীক্ষাস্নাত হয়েছিলেন। সেই মুহূর্তে ঐশ আত্মা এক কপোতের মতো যিশুর উপর অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। অর্থাৎ প্রভু যিশু তার প্রচার কাজের সূচনায় পবিত্র আত্মার শক্তিতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, তাঁরই প্রেরণায় এই পৃথিবীতে নিজের কাজ শুরু করেছিলেন এবং সম্পন্ন করেছিলেন।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের যে কোন কাজের শুরুতে পবিত্র আত্মার উপস্থিতি বিশেষ প্রয়োজন। আর জীবনের প্রথম শিক্ষাশুরুর আগে পবিত্র আত্মার শক্তি ও প্রেরণা আরো বেশি প্রযোজ্য। এজন্য শ্রীলঙ্কায় শিশুদের বয়স ৩ বছর বা যেসব শিশুদের লেখাপড়ার শেখানো শুরুর পরিকল্পনা চলছে তাদেরকে পঞ্চাশত্তমী পর্বের দিনে মিশনের পাল পুরোহিতের কাছে বা উচ্চশিক্ষিত কোন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির দ্বারা হাতেখড়ি দেয়া হয়ে থাকে। এদিন অনেক পরিবারে আত্মীয় স্বজনদের নিমন্ত্রণ করে আনন্দ উৎসব করা হয়।

আমরা যেমন কবে, কোন মিশনে, কোন পুরোহিতের কাছে প্রথম পাপস্বীকার ও কম্যুনিয়ন নিয়েছি বড় হয়ে সেসব বিষয়ে গল্প করি, এখনকার ছেলে মেয়েরাও কবে, কোন পুরোহিতের কাছ থেকে হাতেখড়ি নিয়েছে সেসবের গল্প করে। পঞ্চাশত্তমী পর্বের গুরুত্ব আমাদের জীবনে যেমন অপরিসীম তেমনি লেখাপড়ার শেখার মতো গুরুত্বপূর্ণ এক অধ্যায় শুরুর দিনটিও বিশেষ স্মরণীয়। তাই এই বিশেষ দিনে পবিত্র আত্মায় একাত্ম হয়ে আমরাও আমাদের শিশু সন্তানদেরকে জীবনের প্রথম অক্ষর জ্ঞান বা হাতেখড়ি দিতে পারি। তাহলে পঞ্চাশত্তমী পর্বের দিনটি আমাদের কাছে ও আমাদের সন্তানদের কাছে আরো প্রাসঙ্গিক এবং অর্থবহ হয়ে উঠবে।

সত্যের জয়

মিল্টন রোজারিও

সত্য মিথ্যা মানুষের মধ্যে
জানে না তাহা পশুপাখি,
সত্যকে কবর দেয় মানুষ
স্বার্থের লাগিয়া দেখি।
আপনজনকে করে পর,
ঈশ্বরের কাছে প্রশ্ন করি
বল কেমন তাদের অন্তর?
মিথ্যাকে যারা সত্য বলিয়া
গলা বাজি করে মরে,
দাঁত কেলিয়া মিলিতে আসে
লজ্জা নাহি করে!
সত্যের জয় হবেই হবে
ঐ মিথ্যার কবর রচনা করে,
দিব্য চোখে দেখবে মানুষ
সারা বিশ্ব জুড়ে।

কুরবানী

মিল্টন রোজারিও

পাশের বাড়ির ইউনুসদের একটি কুরবানীর গরু এনেছে। বারো বছর বয়সের ইউনুস গরুটাকে দেখে খুব খুশী হয়। বয়সে দুই বছরের ছোট বোন রিয়াকে বলে-

- শোন, গরু জবাই করলে আমি গরুর ঘাড়ের কুঁচের মাংসটা খাবো। ঐটা নাকি খেতে খুব মজা। এই কথা শুনে রিয়া বলে, তুই তো আছিস শুধু খাওয়া নিয়ে। আমি এটা খাবো, ওটা খাবো। এমন সময় পাশের বাড়ী থেকে তাদের সম বয়সের রিঙ্কু এসে বলে, কিরে, কি হয়েছে রে তোদের দুই ভাইবোনের? রিয়া বলে, দেখোনা রিঙ্কুদা ইউনুস এই গরুটা আনার পর থেকে শুধু বলছে, আমি গরুর এটা খাবো, আমি গরুর ওটা খাবো। কেমন লাগে বলতো? রিঙ্কু একটু ভাব নিয়ে বলে, রিয়া কথাটা মন্দ বলেনি। ইউনুস তুই কিন্তু সেই ছোটবেলা থেকেই শুধু খাই খাই করিস। কুরবানীর এখনও দেড় মাস বাকি। রিয়া গরুটার নাম রেখেছে ধলা। লোকমান চাচাকে বলে, চাচা ধলাকে যত্ন করবেন। সময় মত খাবার দিবেন। লোকমান রিয়ার কথা শুনে হাসে। বলে, আচ্ছা রিয়ামণি। লোকমান গরুটাকে খাবার দেয়। গোসল করায়। গোবরের নোংরা পরিষ্কার করে। রিয়া বারান্দায় বসে বসে গরুটা দেখে। লোকমান রিয়াকে ডাকে, দিদিমনি এসো, তোমার ধলা খুব ভালো। এমন সময় ইউনুস এসে বলে, লোকমান চাচাও ঘরে বসেই দেখুক। গরু দেখে, ও ভীষণ ভয় পায়। এই বলে ইউনুস ধলার কাছে যায়। আদর করে। পিঠের কুঁচটা নেড়েচেড়ে দেখে। আর মনে মনে ভাবে এই কুঁচটি আমি খুব মজা করে খাবো।

মাসখানেক পর ধলার প্রতি ইউনুসের বেশ মায়া জন্মে যায়। লোকমানকে বলে, চাচা বাবাকে বলো, ধলাকে আমি কুরবানী দিতে দিবো না। ওকে আমি পালবো। লোকমান ইউনুসের কথা শুনে হাসে। বলে, কি যে বলো চাচা। তোমার বাবা দুই মাস আগে সেই জয়পাড়া হাট থেকে এটা কিনে এনেছে কুরবানী দেবে বলে। কত সুন্দর, হাটের সেরা গরুটা। ইউনুস বলে, চাচা তবুও তুমি বাবাকে বলবে, যেন ধলাকে কুরবানী না করে। আমিও বলবো।

রাত্রে ইউনুস মাকে বলে, মা একটা কথা তুমি বাবাকে বলবে। মা জিজ্ঞেস করে, কি কথা? ইউনুস বলে, বাবাকে বলবে ধলাকে কুরবানী না দিতে। আমি ধলাকে পালবো। ধলা অনেক ভালো গরু। মায়ের পাশে শুয়ে রিয়া ভাইয়ের সব কথা শুনছিল। বলে, কিরে দাদা তুই না ধলার কুঁচের মাংস খেতে চাইলি! এখন দেখি মায়ায় জড়িয়ে গেছিস। হ্যাঁ-রে ধলাটা খুব ভালো। দেখিস না, আমি কাছে গেলে আমাকে মুখ দিয়ে আদর করে। আমি হাত দিয়ে ওর মুখে খাবার দিলে কেমন সুন্দর খায়। মনে হয় কত খুশী হয়।

ইউনুসের বাবা আলী আহমেদ ঢাকা শ্যাম বাজারের একজন নামকরা পাইকারি ব্যবসায়ী। সামনে ঈদ তাই সবসময় ভীষণ ব্যস্ত থাকেন কাজে। লোকমান একদিন ইউনুসের বাবাকে কথাটি বলে। আলী আহমেদ কথাটি শুনে বলে, ছোট বাচ্চাতো তাই একটু মায়া হবেই। কুরবানীর দিন দেখবি সব ঠিক হয়ে গেছে। যা এ নিয়ে তুই ভাবিস না। ওকে ভালো মত খাবার দিস।

লোকমান ইউনুসের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে ছেলেটি সত্যিই গরুটাকে খুব ভালোবেসে ফেলেছে। এটা এখন আর ওর সামনে কুরবানী দেয়া সম্ভব নয়। কারণ, ছেলেটার একটা ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। লোকমান খুব চিন্তায় পড়ে যায়। একদিন ইউনুসের মাকে কথাটি বলে, ভাবী ইউনুস গরুটাকে খুব ভালোবেসে ফেলেছে, ওর সামনে এখন গরুটা কুরবানী দেয়া ঠিক হবে না। আপনি একটু বড় ভাইকে বুঝিয়ে বলেন। নতুবা ওর অনেক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। ইউনুসের মা কথাটি ওদের বাবাকে বলে। ইউনুসের বাবা কথাটি শুনে প্রথমে কোন গুরুত্ব দেয় না। বলে, ছোট বাচ্চারা এরকম করেই থাকে। বাদ দাও। ইউনুসের মা বলে, বাদ দাও বললেই হলো না। ছেলের কিছু হলে পরে দেখো। ইউনুসের বাবা ছেলের কথা ভেবে চিন্তায় পড়ে যায়। কি করা যায় এখন ভাবতে থাকে।

সকালে লোকমান বড় ভাইকে দেখে দৌড়ে কাছে এসে বলে, বড় ভাই আমি সারা রাইত বেপারটি নিয়ে খুব চিন্তা করছি। চিন্তায় রাইতে আমার চোখে ঘুম আসে নাই। আমার কথাটা একটু শুনেন? বল কি তোর কথা? এক কাজ করলে কেমন হয়? কি কাজ? ইউনুসকে বুঝিয়ে গরুটা ইসমাইল ভাইয়ের গরুর খামারে পাঠিয়ে দিলে কেমন হয়? আমরা না হয় ঐখানই গরু কুরবানী করে নিয়ে আসবো। ইউনুস বুঝতেই পারবে না। আর এখানে আমরা একটা ছাগল নিয়া আইসা কুরবানী দিবো। কথাটা তুই মন্দ বলিসনি। ঠিক আছে তাই কর। আমি ইসমাইলের সাথে কথা বলছি।

লোকমানের কথানুযায়ী ইসমাইলের গরুর খামারে পরদিনই গরুটা পাঠাতে বলে ইউনুসের বাবা। ইউনুস রিয়া এই কথা শুনে গরুর কাছে আসে। ইউনুস গরুর গলা ধরে কাঁদতে থাকে। দূরে দাঁড়িয়ে রিঙ্কুও দেখে ইউনুসদের গরু একটি গাড়িতে তুলে কোথায় জানি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

লোকমান গরুটা ইসমাইলের গরুর খামারে রেখে একটি বড় ছাগল নিয়ে বাড়িতে আসে। দু'দিন পর ঈদ। ঈদের দিন সকালে বারান্দায় বসে দুই ভাইবোন দেখে বাড়ীর উঠানে ছাগলটি কুরবানী দেয়া হচ্ছে। ইউনুস ভাবে তাদের ধলা এখন কোথায়, কি করছে, কেমন আছে। ধলার চিন্তায় ইউনুস ঈদের দিন কোন মাংসই খেতে চায় না। ইউনুসের মা তাকে অনেক বলে কয়ে এক টুকরা মুরগির মাংস খাওয়ায়। এইভাবেই ইউনুসদের কুরবানীর ঈদ হয়ে যায়।

প্রতারণার প্রতিফল

একদা এক ভদ্র মহিলা কিছুদিনের জন্য একটি ভাড়া বাড়িতে এসেছেন। সেই বাড়িতে বাইরের বারান্দায় একটি আরাম কেদারা ছিল। তাঁর ইচ্ছে হতো সেই আরাম কেদারায় বসার। কিন্তু যখনই তিনি সেখানে বসতে যেতেন, দেখতে পেতেন একটি কুকুর সেখানে বসে আছে। এক সময় মহিলাটি ঐ চেয়ারে বসার জন্য একটি চাল খাটালেন। 'বিড়াল, বিড়াল' বলে তিনি চিৎকার দিলেন এবং কুকুরটি চেয়ার ছেড়ে দৌড়ে বেরিয়ে আসল। তখন মহিলাটি গিয়ে সেই চেয়ারে বসে পড়লেন। কিছুদিন পর কুকুরটি একদিন দেখতে পেল, মহিলাটি ইতিমধ্যে চেয়ারে বসে আছেন। কুকুরটি এবার জোরে জোরে চিৎকার করতে লাগল। এতে মহিলাটি বাইরে আসলেন দেখার জন্য কী হয়েছে, কে এসেছে। এবার কুকুরটি চট করে চেয়ারে গিয়ে বসে পড়ল। আমরা মাঝে মাঝে অন্যের সাথে চালাকি করি, প্রতারণা করি, কিন্তু সেই চালাকির প্রতারণার ফাঁদে আমাদের নিজেদেরই পড়তে হয়। তাই সব রকম চালাকি, প্রতারণা থেকে আমাদের বিরত থাকা উচিত। তুমি মানুষকে ঠকালে, মানুষও তোমাকে ঠকাবে।

জ্ঞান অর্জন

একদা এক শিষ্য রাস্তা থেকে একটি উজ্জ্বল বস্তু পেল। সে এ উজ্জ্বল বস্তুটি তার শিক্ষকের কাছে নিয়ে গেল এবং তাকে জিজ্ঞাসা করল, "গুরু মহাশয়, এটা কি প্রকৃত হীরার টুকরা?"

গুরুমহাশয় নকল ও খাঁটি হীরা নির্ণয় করার ক্ষেত্রে খুবই পারদর্শী ছিলেন। তিনি বললেন, "তুমি লাইব্রেরীতে যাও এবং হীরা সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করে এসো।" শিষ্যটি লাইব্রেরীতে গিয়ে হীরা সম্পর্কে যথেষ্ট পড়াশোনা করল এবং গুরুর কাছে ফিরে আসল। গুরু এবার তাকে বললেন, "এখন আমি তোমাকে বলতে পারি, তোমার পাথরটি সত্যিকারের হীরা কি-না। যে পাথরটি তুমি রাস্তা থেকে কুঁড়িয়ে এনেছিলে তা ছিল একটি খাঁটি হীরার টুকরো।"

শিষ্যটি বলল, "সত্যিই আমি অবাক হলাম, কেন আপনি এটা আগে আমাকে বলেন নি।"

গুরু উত্তর দিলেন, "এটা আমার দৃঢ় প্রত্যাশা ছিল, তুমি যেন কারো দ্বারা প্রতারিত না হও। তোমাকে সব কিছু নিজের হাতে পরীক্ষা করতে হবে। তুমি এখন হীরা সম্পর্কে যে জ্ঞান আহরণ করেছ, তাতে তুমি নিজেই পরীক্ষা করতে পার, আমি যা বলেছি, তা সঠিক কি-না।"

- গল্পে গল্পে নীতি শিক্ষা
ফাদার জর্জ কমল রোজারিও সিএসসি

তুমি ধন্য, চির ধন্য

অমিয় আগষ্টিন দালবৎ

ভোরের প্রথম আলো যখন
চোখের মাঝে পড়ে,
তখন থেকে শুরু হয় আমার দিন।
জানালার পর্দার ভাঁজ খুলে যখন দেখি,
কি সুন্দর প্রকৃতি!
আর কতই না সুন্দর তার মায়া।
যেখানে পাখিরা গায় মধুর গান
আর বয়ে যায় মৃদু বাতাস,
সেখানে ফুলে ফুলে
আর বনে বনে নাচছে পশুপাখি,
আকাশে সূর্য, চন্দ্র আর তারা হাসে
আর সমুদ্রে তাদের মুখ ভাসে।
কত না চমৎকার প্রভুর সকল সৃষ্টি!
আর কতই না অপরুপ তার কাজ!
জন্ম থেকে পেয়েছি তার কৃপা
আর পেয়ে যাচ্ছি জীবন ভরে।
যত করি তোমার প্রশংসা ও ধন্যবাদ,
তবুও জীবনে হয় কত ভুল ত্রুটি অপরাধ
কিন্তু তুমি মহান, তুমিই সর্বশক্তিমান,
যে ক্ষমা করো মোরে প্রতিবার।
তাই তো তুমি ধন্য চির ধন্য
এবং তোমার প্রেমে হয়েছি আমিও ধন্য।।

লেখা আহ্বান

প্রিয় অভিভাবক এবং ছোট বন্ধুরা,
'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা। "ছোটদের আসরের' জন্য আপনাদের লেখা গল্প, কবিতা ও অঙ্কিত ছবি সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। ই-মেইলেও লেখা পাঠাতে পারেন।

- সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

ই-মেইল: *wklypratibeshi@gmail.com*

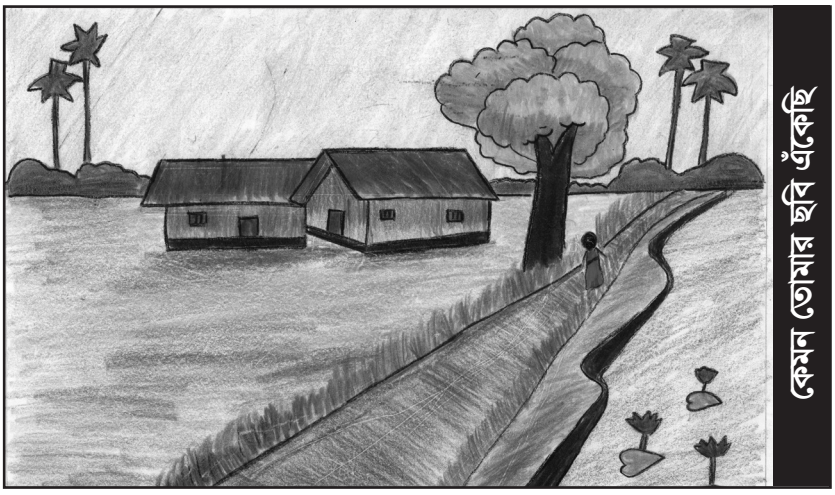

ওয়াইসিএস স্টুডেন্ট লিডার গঠন প্রশিক্ষণ কোর্স

সিস্টার মেরী অন্তরা এসএমআরএঃ ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশনের আয়োজনে বিগত ১৫-১৭ মে, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ দোম আন্তনীয় পালকীয় কেন্দ্র, নাগরী ওয়াইসিএস স্টুডেন্ট লিডার গঠন প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়। কোর্সের মূলভাব ছিল খ্রিস্টীয় নেতৃত্ব গঠনে ওয়াইসিএস আন্দোলন এবং উদ্দেশ্য ছিল ধর্মপল্লী/স্কুলে ওয়াইসিএস আন্দোলন জোড়দার করা। ১৫ মে, বিকাল ৩ ঘটিকায় ওয়াইসিএস সংগীত গাওয়ার মধ্য দিয়ে অধিবেশন শুরু হয়। ওয়াইসিএস সেল মিটিং কিভাবে করতে হয় তার বিষয় উপস্থাপনা রাখেন ফাদার প্যাট্রিক শিমন গমেজ। সন্ধ্যায় প্রজ্বলিত মোমবাতি হাতে নিয়ে জপমালা প্রার্থনাসহ শোভযাত্রা করে দোম আন্তনীয় পালকীয় কেন্দ্র থেকে সাধু আন্তনীর তীর্থস্থান পানজোরা যাওয়া হয় এবং সেখানে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার ভিনসেন্ট খোকন গমেজ। খ্রিস্টযাগে উপদেশে ফাদার ওয়াইসিএস লিডারদের প্রাণবন্ত ও জীবন্ত হওয়ার আহ্বান করেন। ওয়াইসিএস এর বিষয়ে বিস্তারিত উপস্থাপন করেন ফাদার বিকাশ জেমস্ রিবেরু সিএসসি ফাদার প্রলয় আগষ্টিন ডি'ক্রুশ। এনিমেশন, সঞ্চালনা, উপস্থাপনা, এই সকল বিষয়ে উপস্থাপনা রাখেন মি. ব্লেস রোজারিও। এছাড়াও ওয়াইসিএস স্টুডেন্ট একজন লিডারের ভূমিকা সম্পর্কে সহভাগিতা করেন সিস্টার মেরী যোসেফা এসএমআরএ। সমাপনী খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার কুঞ্জন মেবার্ট কুইয়া। তিনদিন ব্যাপী এই প্রশিক্ষণ কোর্সে আরো ছিল আকর্ষণীয় খেলাধুলা, প্রতিযোগিতা,সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রার্থনা, পাপস্বীকার সংস্কার ও পবিত্র ক্রুশের আরাধনা।

রাজশাহী খ্রিস্টজ্যোতি পালকীয় কেন্দ্রে বিশ্ব যোগাযোগ দিবস উদ্‌যাপন

লর্ড রোজারিওঃ "তোমরা হৃদয়ের আশা নিয়ে নম্রতার সাথে সহভাগিতা কর"- এ মূলভাবকে কেন্দ্র করে গত ৩০ মে - ১ জুন পর্যন্ত রাজশাহী খ্রিস্ট জ্যোতি পালকীয় কেন্দ্রে লেখক কর্মশালা ও বিশ্ব যোগাযোগ দিবস উদযাপন করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশীয় সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের চেয়ারম্যান বিশপ জের্ভাস রোজারিও, ড. মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন বকুল, রেডিও ভেরিতাস এশিয়া বাংলা বিভাগের পরিচালক ফাদার নিখিল গমেজ, খ্রিস্টজ্যোতি পালকীয় কেন্দ্রের পরিচালক ফাদার সাগর কোড়াইয়া ও বিভিন্ন ধর্মপল্লীর ৩২ জন অংশগ্রহণকারী যুবক-যুবতী। উক্ত লেখক কর্মশালায় বিভিন্ন বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। খ্রিস্টীয় বাংলা সাহিত্য, বাংলা ভাষার শুদ্ধ উচ্চারণ, সাংবাদিকতার চ্যালেঞ্জ ও রিপোর্ট লেখার কৌশল সম্পর্কে সেশন প্রদান করেন যথাক্রমে ফাদার দিলীপ এস কস্তা, রাজশাহী বেতার কেন্দ্রের উপস্থাপক মি. কলিম উদ্দিন, চ্যানেল আইয়ের সাংবাদিক আবু সালেহ ফাতাহ্ ও ফাদার সাগর কোড়াইয়া।

বিশপ জের্ভাস রোজারিও বলেন, "বর্তমানে পৃথিবীতে ও বাংলাদেশে নানাধরণের সমস্যা ও অরাজকতা বিরাজমান। এই অন্ধকারে আমাদের প্রত্যেককে আলো হয়ে উঠতে হবে। আমরা প্রযুক্তিকে ব্যবহার করব ঠিকই কিন্তু প্রযুক্তি যেন আমাদের ব্যবহার না করে।"

ফাদার নিখিল গমেজ বলেন, "যোগাযোগ মাধ্যমগুলো অনেক সময় ফেক বা ভুয়া নিউজ করে যা অন্যের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই আমাদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যবহারে সচেতন হতে হবে।" ফাদার সাগর কোড়াইয়া বলেন, "তিনদিনে তোমাদের অনেক বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এটাকে চর্চা কর। যদি চর্চা কর তাহলে ভবিষ্যতে ভালো কিছু করতে পারবে।"

মুক্তিদাতা হাই স্কুলে অভিভাবক সমাবেশ ২০২৫

ব্রাদার রঞ্জন পিউরিফিকেশন সিএসসিঃ "শিক্ষার স্বাদ তেতো হলেও এর ফল সুমিষ্ট" এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে গত শুক্রবার ৩০ মে সকাল ৯:৩০ ঘটিকায় মুক্তিদাতা হাই স্কুলে অভিভাবক সমাবেশ করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ও রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল ফাদার ফাবিয়ান মারান্ডী, সভাপতিত্ব করেন প্রধান শিক্ষক ব্রাদার রঞ্জন পিউরিফিকেশনের ও সঞ্চালনায় ছিলেন মিসেস কেরিনা মার্ডী ও বিলাস কুমার রায়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে সহকারি শিক্ষিকা মনিকা বাড়ৈ শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। পরবর্তীতে প্রাইমারী শাখার পক্ষে সহকারী শিক্ষিকা মিসেস সবিতা মারান্ডী গত পাঁচ মাসের ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার অগ্রগতি

ও বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বক্তব্য রাখেন। মাধ্যমিক শাখার পক্ষে সহকারী শিক্ষক মো: রফিকুল ইসলাম বলেন শিক্ষক মণ্ডলীর পাশাপাশি অভিভাবকদেরও লেখাপড়া বিষয়ে সচেতন হতে হবে। এছাড়াও বিনয় দাস শৃঙ্খলা নিয়ে সুন্দর বক্তব্য রাখেন। কয়েকজন অভিভাবক প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির কাছে প্রস্তাব দেন যেন দেশের সকল স্কুল কলেজের সাথে তাল মেলাতে মূলধারা শিক্ষাব্যবস্থার সাথে সাথে স্কুলে বেশ পরিবর্তন ও উন্নয়ন প্রয়োজন।

প্রধান অতিথি বলেন, একজন শিক্ষার্থীর জীবনে তার সার্বিক উন্নয়নের জন্য ত্রিমুখী ব্যবস্থাপনা একান্তভাবে গুরুত্ব বহন করে। ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকের যৌথ সমন্বয়ে একজন শিক্ষার্থীর জীবনে পরিবর্তন ঘটবে। সন্তানের সামনে একজন অভিভাবক আয়নার মতো। তাই পিতা-মাতার পাশাপাশি শিক্ষক মণ্ডলীরও ভূমিকা অনেক। অতিথির বক্তব্যের পর সভাপতি অভিভাবকদের প্রশংসা করে বলেন যে, আপনারা অনেক সচেতন অভিভাবক। সন্তানের মঙ্গল কামনায় অনেক ত্যাগস্বীকার করেন যেন সন্তানেরা আপনার ইচ্ছা পূরণ করে। পাশাপাশি তিনি শিক্ষকদের ও শিক্ষার্থীদের প্রতি আরো দায়িত্বশীল ও মনোযোগী হতে উৎসাহ প্রদান করেন। এছাড়াও সকল অভিভাবক যেন নিজ নিজ সন্তানদের যত্ন নেন। তাহলেই ত্রিমুখী সমন্বয়ে একটা ভালো ফলাফল হবে। সকল সহযোগিতার জন্য তিনি অভিভাবকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মুক্তিদাতা হাই স্কুল বির্তক প্রতিযোগিতা ২০২৫

ব্রাদার রঞ্জন পিউরিফিকেশন সিএসসি: "বির্তক যেন শুকনো মাটিতে লাঙ্গলের ফলা" মূলভাবের উপর ভিত্তি করে গত ২৯ মে ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিদাতা হাই স্কুলের আয়োজনে দিন ব্যাপী ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত মোট দশটি দলের মধ্যে আন্তঃশ্রেণী বির্তক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফাদার শেখোর কস্তা, সহকারী পালপুরোহিত, ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লী, আহ্বায়ক ও মডারেটর হিসেবে মি. বিলাস কুমার রায়, সহকারী শিক্ষক, সঞ্চালনায় মোছা. ইসরাত জাহান ইভা এবং বিচারক হিসেবে মি. রফিল ইসলাম, মিসেস সবিতা মারান্ডী ও সিস্টার তার্সিলা লাকড়া এসসি। অনুষ্ঠানের সার্বিক দায়িত্বে মিসেস কেরিনা মার্ডী এবং সভাপতিত্ব করেন অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক ব্রাদার রঞ্জন পিউরিফিকেশন সিএসসি।

মডারেটর সকলকে স্বাগত জানান এরপর অতিথি মহোদয় দিনের তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং দিন ব্যাপী আন্তঃশ্রেণী বির্তক প্রতিযোগিতার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

সভাপতি মহোদয় তার বক্তব্যে বলেন, শুধু লেখাপড়া নয়, এর পাশাপাশি আরো অনেক কিছুর অনুশীলন করা আবশ্যক। এই সহশিক্ষা কার্যক্রম অনুশীলনের মাধ্যমে আমরা সত্যিকারের মানুষ হয়ে উঠতে ও আদর্শ ব্যক্তিত্ব গঠন করতে পারি। এজন্য লেখাপড়ার পাশাপাশি অবশ্যই বির্তক অনুশীলন করা একজন শিক্ষার্থীর নৈতিক দায়িত্ব।

সকল ছাত্র-ছাত্রী ও প্রতিযোগিদের উদ্দেশে বিচারক হিসেবে রফিকুল ইসলাম বলেন, বির্তক একটি সহশিক্ষা কার্যক্রম। তিনি প্রতিযোগিদের সংশোধনমূলক নির্দেশনা ও পরামর্শ দেন যেন আগামীতে আরো ভালো মানের বির্তক অনুষ্ঠান করতে পারে।

দশটি দলই পক্ষে বিপক্ষে থেকে তাদের উপস্থাপনা, যুক্তি প্রদর্শন ও যুক্তি খণ্ডন, তথ্য উপাত্ত প্রদানের মাধ্যমে বির্তক প্রতিযোগিতাকে প্রাণবন্ত করে রাখে। পরিশেষে, পুরস্কার বিতরণ, জলযোগ ও সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সভাপতি মহোদয় দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মুশরইল ধর্মপল্লীতে লাউদাতো সি সপ্তাহ

লর্ড রোজারিও: মুশরইল ধর্মপল্লীতে লাউদাতো সি সপ্তাহ- ২০২৫ উদ্‌যাপন, কারিতাস রাজশাহী অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক ড. আরোক টপ্য বলেন, "সৃষ্টির সকল কিছুই কত সুন্দর! পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে 'লাউদাতো সি' পত্র লেখেন যা সারা বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার যেভাবে প্রকৃতিকে ভালোবাসতেন ঠিক সেভাবেই পোপ ফ্রান্সিস চেয়েছেন যেন মানুষ প্রকৃতিকে ভালোবাসে এবং যত্ন নেয়। আমাদের এই লাউদাতো সি সপ্তাহে একটি করে গাছ লাগানো উচিত যেন আমরা বিশুদ্ধ অক্সিজেন পেতে পারি। তাই আসুন আমরা নিজেরা গাছ লাগাই, অন্যকে গাছ লাগাতে অনুপ্রাণিত করি"।

"প্রকৃতির সান্নিধ্যে শান্তি" মূলসুরের আলোকে গত ৩০ মে, শুক্রবার মুশরইল ধর্মপল্লী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কারিতাস রাজশাহী অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক ড. আরোক টপ্য, মুশরইল ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার প্রশান্ত আইন্দ, ফাদার অনিল মারান্ডী, ২ জন সিস্টার, সেমিনারিয়ান ও প্রায় ৭০ জন যুবক-যুবতী উপস্থিত ছিলেন। এ অনুষ্ঠানে ধর্মপল্লীতে ওয়াইসিএস কার্যক্রম ও উপকারিতা বিষয়ে আলোচনা করেন পালপুরোহিত ফাদার প্রশান্ত আইন্দ, পরিবেশ রক্ষায় আমাদের দায়িত্ব ও করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করেন ফাদার অনিল মারান্ডী এবং মূলসুরের উপর আলোচনা করেন ড. আরোক টপ্য।

পরিশেষে, মুশরইল ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার প্রশান্ত আইন্দ সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সেন্ট মেরীস্ কাথলিক নার্সিং ইনস্টিটিউট

এসএমআরএ সিস্টারদের দ্বারা পরিচালিত
তুমিলিয়া মিশন, কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

ভর্তি চলছে
সেশন: ২০২৪-২০২৫

বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারী কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত (২০২১ খ্রী:)

সুবিধাসমূহ:

- অত্যাধুনিক সুসজ্জিত নার্সিং ও মিডওয়াইফারি ল্যাব সুবিধা।
- অভিজ্ঞ ও দক্ষ শিক্ষকমণ্ডলীর সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে পাঠদান।
- নিজস্ব ও বিশেষায়িত হাসপাতালে ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসের সু-ব্যবস্থা।
- দরিদ্র ও মেধাবিদের জন্য স্কলারশিপের ব্যবস্থা।
- স্বাস্থ্য-সম্মত আবাসন ব্যবস্থা।

Helpline: 01784885185, 01778363910

বিজ্ঞ/১২১/২৫

বাংলাদেশ ধর্মপ্রদেশীয় যাজক ভ্রাতৃ-সংঘের বার্ষিক সাধারণ সভা ও কনফারেন্স ২০২৫ খ্রিস্টবর্ষ

স্থান: পবিত্র আত্মা জাতীয় উচ্চ সেমিনারী, বনানী, ঢাকা
তারিখ: ২৪ জুন থেকে ২৭ জুন (মঙ্গলবার-শুক্রবার), ২০২৫ খ্রিস্টবর্ষ
মূলসুর: "মা-মারীয়ার সাথে আশার তীর্থ যাত্রা"

"বাংলাদেশের সকল ধর্মপ্রদেশীয় যাজকদের জন্য বিশেষ প্রার্থনা করতে আপনাদেরকে সবিশেষ অনুরোধ করা হচ্ছে"

ধন্যবাদান্তে,

ফাদার মিন্টু এল, পালমা
সভাপতি, বিডিপিএফ

ফাদার উইলিয়াম মুর্মু
সহ-সভাপতি, বিডিপিএফ

ফাদার রুবেন এস, গমেজ
সেক্রেটারী, বিডিপিএফ

বিজ্ঞ/১২০/২৫

বর্ষ ৮৫ ❖ সংখ্যা - ১৯
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 19
Regd. No. DA-33
✦ 8 - 14 June, 2025, ২৫ - ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
BOOK POST

'তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম' - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যিশু বললেন, "আমি পুনরুত্থান ও জীবন।
যে আমার উপর বিশ্বাস করে সে মরিলেও জীবিত থাকবে।" (যোহন ১১: ২৫)

'মা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ
মা এক অদৃশ্য আশ্রয়
তাঁর হাসি শান্তির প্রতীক
তাঁর কোল পৃথিবীর সবচেয়ে
নিরাপদ স্থান।'

জন্ম: ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু: ১৪ জুন, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: বালিডিওর, গোল্লা মিশন

স্বর্গীয়া ভেরোনিকা প্রমিলা গোমেজ-এর
৫ম মৃত্যুবার্ষিকীতে
শ্রদ্ধাঞ্জলি

মমতাময়ী মা,

মধুর আমার মায়ের হাসি চাঁদের মত ঝরে, মাকে মনে পড়ে আমার মাকে মনে পরে। মাগো বছর পরিক্রমায় জীবন নামের ঘড়িতে ৫টি বছর পার হয়ে তোমার মৃত্যুর দিনটি সামনে চলে এলো। যেদিন তুমি পৃথিবীর মায়া ছেড়ে আমাদেরকে নিঃসঙ্গ করে ঈশ্বরের পরম সান্নিধ্য লাভ করলে। মা তোমার শূন্যতা পূরণ হবার নয়। পৃথিবীর সব সম্পর্কের উর্ধ্বে যে সম্পর্কটি সবচেয়ে পবিত্র ও স্বার্থহীন, সেটি হলো মা ও সন্তানের সম্পর্ক। মা শব্দটির মধ্যেই সীমাহীন মমত্ববোধ, ভালোবাসা ও আবেগ থাকে। প্রতিটি সাফল্যের পেছনে মায়ের নিঃশব্দ ত্যাগ ও আশীর্বাদ লুকিয়ে আছে। সন্তান যখন অসহায়, নিরুপায় ও নির্ভরশীল, তখন একজন মা-ই হন তার সর্বস্ব। মা-মণি তোমার প্রতি রইলো আমাদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালোবাসা।

মা আজ তোমার ৫ম মৃত্যুবার্ষিকীতে আমরা তোমাকে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। প্রভু পরমেশ্বর কাছে একান্তভাবে প্রার্থনা করি মা যেন তোমার সান্নিধ্যে স্বর্গসুখ লাভ করে ও অনন্ত শান্তি পায়।

মা-মণি স্বর্গ থেকে তুমি আমাদের সবাইকে আশীর্বাদ কর যেন আমরা সবাই তোমার আদর্শ নিয়ে জীবন-যাপন করতে পারি।

প্রিয় পাঠক, আমার মায়ের মৃত্যুবার্ষিকী আগামী ১৪ জুন ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, শনিবার। অনুগ্রহপূর্বক সকলেই প্রার্থনায় স্মরণ করবেন। সকলকে ধন্যবাদ।

শোকাহত পরিবারের পক্ষে
তোমারই আদরের সন্তানেরা
তেজগাঁও ধর্মপল্লী

বিজ্ঞ/১১৭/২৫

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org